জয়দ্রথ-বধ

(দৃশ্য-কাব্য।)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮০৩।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র

জয়দ্রথ-বধ

(দৃশ্য-কাব্য।)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

৪০ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা। ১৮০৬।
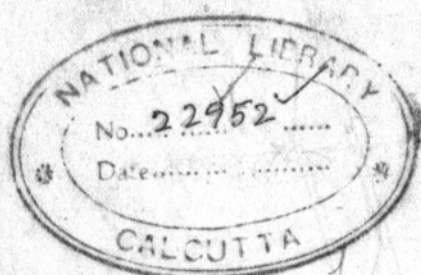
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মহাদেব।	দুর্য্যোধন।
শ্রীকৃষ্ণ।	জয়দ্রথ।
নারদ।	সিন্ধুমুনি।
নন্দী।	কর্ণ।
যুধিষ্ঠির।	কৃপাচার্য্য।
ভীম।	কৃতবর্ম্মা।
অর্জ্জুন।	অশ্বত্থামা।
নকুল।	দ্রোণ
সহদেব।	শল্য।
সাত্যকি।	দুঃশাসন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন।	দুর্ম্মর্ষণ।

ভূরিশ্রবা, বাহ্লিক, দুষ্টমতি, গণক, দূত, পিশাচ, সৈন্যগণ।

স্ত্রী।

দুর্গা	দুঃশীলা
সুভদ্রা	ভানুমতী
উত্তরা	মুরজা

সখী, পিশাচগণ, কুলবালাগণ, ডাকিনীগণ।

জয়দ্রথ-বধ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

জয়দ্রথ।

জয়দ্রথ। পূর্ণ নহে অভিলাষ মম ;
রোধিয়াছি হুতাশন সম দারুণ সমরে
সপ্তরথী মিলি অর্জ্জুনতনয়ে,
এবে, একা আমি রোধিব সমরে
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
রোধে যথা বেলা ভূমি সাগরের স্রোত।
প্রসন্ন দেবেন্দ্র মোর প্রতি
সুপ্রসন্ন গ্রহ কুল ;

শুনিনু গণক মুখে—
ক্রূর তারা—প্রকাশে বিক্রম
আজিও পাণ্ডব বিপক্ষে।
এবে—
বিনাশি পাঞ্চাল পাণ্ডব
পুন শূন্য ঘরে
পাঞ্চালীরে করিব হরণ।
দগ্ধ হবে ভীমার্জ্জুন
টুটিবে অলক্ষ্য প্রেমের ফাঁস।
কব উচ্চে—
পাণ্ডবে সম্মুখে রাখি,
হের সেই বামা মম উরুদেশে
যার তরে পাইয়াছি ক্লেশ;
শুনি সেই বাণী, অধোমুখে
নীরব রহিবে ভীম,
নীরব অর্জ্জুন, নীরব শঙ্খের রব;
কহিব দুঃশাসনে ডাকি
হের সখে সুন্দরী রামা মোর পাশে
তামালে লতিকা বাঁধা,
প্রেমে বাঁধা সোনার নলিনী।
না না,
লেলিহান শার্দ্দূল যেমতি
রহিয়াছে সমগ্র কৌরব,
সাগরের সম নারায়ণী সেনা—

যমের দোসর জনে জনে
পাণ্ডব শোণিত হেতু,
পুন,
আহ্বানি অর্জ্জুনে দিব সম্মুখ সমর ;
শৈব বর মিথ্যা কভু নহে
প্রতিশোধে দিব অপমান
পাণ্ডব কুমারে ;

[গণকের প্রবেশ ।]

কহ দেব ! কি দেখিলে গণনায় কালি ?

গণক। কন্যা রাশে চন্দ্র যবে করিলা প্রবেশ
ক্রূর তারা দৃষ্টি হইয়াছে তব প্রতি ;
দেখিনু গগণে
রাহু শশী সমবায়
প্রমাদ ঘটায়
তাহে রোহিণী দিয়াছে যোগ ;
মনে হয়
আসন্ন বিপদ রাজা রাহুর প্রকোপে।

জয়। হা হা হা
বিপদ বিপদ, হে গণক !
কহ কি বিপদ দেখিলে গণনে ?
ক্ষত্র বীর মোরা
বিপদে না ডরি কভু
জানিও নিশ্চয় ;

শুনিনু গণক মুখে—
ক্রূর তারা—প্রকাশে বিক্রম
আজিও পাণ্ডব বিপক্ষে।
এবে—
বিনাশি পাঞ্চাল পাণ্ডব
পুন শূন্য ঘরে
পাঞ্চালীরে করিব হরণ।
দগ্ধ হবে ভীমার্জ্জুন
টুটিবে অলক্ষ্য প্রেমের ফাঁস।
কব উচ্চে—
পাণ্ডবে সম্মুখে রাখি,
হের সেই বামা মম উরুদেশে
যার তরে পাইয়াছি ক্লেশ;
শুনি সেই বাণী, অধোমুখে
নীরব রহিবে ভীম,
নীরব অর্জ্জুন, নীরব শঙ্খের রব;
কহিব দুঃশাসনে ডাকি
হের সখে সুন্দরী রামা মোর পাশে
তামালে লতিকা বাঁধা,
প্রেমে বাঁধা সোনার নলিনী।
না না,
লেলিহান শার্দ্দূল যেমতি
রহিয়াছে সমগ্র কৌরব,
সাগরের সম নারায়ণী সেনা—

যমের দোসর জনে জনে
পাণ্ডব শোণিত হেতু,
পুন,
আহ্বানি অর্জ্জুনে দিব সম্মুখ সমর;
শৈব বর মিথ্যা কভু নহে
প্রতিশোধে দিব অপমান
পাণ্ডব কুমারে;

[গণকের প্রবেশ।]

কহ দেব! কি দেখিলে গণনায় কালি?

গণক। কন্যা রাশে চন্দ্র যবে করিলা প্রবেশ
ক্রূর তারা দৃষ্টি হইয়াছে তব প্রতি;
দেখিনু গগণে
রাহু শশী সমবায়
প্রমাদ ঘটায়
তাহে রোহিণী দিয়াছে যোগ;
মনে হয়
আসন্ন বিপদ রাজা রাহুর প্রকোপে।

জয়। হা হা হা
বিপদ বিপদ, হে গণক!
কহ কি বিপদ দেখিলে গণনে?
ক্ষত্র বীর মোরা
বিপদে না ডরি কভু
জানিও নিশ্চয়;

আজন্ম বিপদে দাস রূপে
করেছি পালন
বিপদের দাস কভু নই।
ভাল ভাল,
কহ কি অমঙ্গল দেখিয়াছ তুমি ?

গণক। সপ্তমেতে রাহু,
বক্রতায় র'য়েছে রোহিণী
পিতা পুত্রে প্রমাদ ঘটায়।

জয়। হে ব্রাহ্মণ !
শুন শুন অপূর্ব্ব কাহিনী মোর—
কঠোর তপস্যা করি
লভিয়াছি শৈব বর,
অমর সম হইয়াছি ভবে
কি করিবে রাহু মোর রোহিণীর সাথে ?
বক্র দৃষ্টি সুদৃষ্টি হইবে আপনি,
লহ স্বর্ণ মুদ্রা,
দেখ দেখি কিবা গুণ ধরে রাহু
সুবর্ণ প্রভায় ?

গণক। হয় হয় হয় বা না হয়,
স্বর্ণ দানে গ্রহ শান্তি কয়।

জয়। হে গণক !
নাই কাজ গ্রহ শান্তি করি আর
যাও তুমি আত্ম কার্য্যে।

(গণকের প্রস্থান)

সমরান্তে প্রণয়ের খেলা ;
বহু সাধ রহিয়াছে মোর,
হাসি পায় সুযোধন কথা শুনি ;
কহে রাজা,
হবে বাদ বিসম্বাদ আমা দোঁহে
দ্রৌপদীর হেতু
সুন্দ উপসুন্দ যথা ;
হা হা,
বাদ বিসম্বাদ কিবা তায়
দুই জন পঞ্চ জন স্থলে।
ওহো !
সহসা পড়িল মনে
দুঃশীলার সজল নয়ন,
প্রেমে মাখা অমৃত লহরী ;
কাঁদিয়াছে আমোদিনী,
প্রেম কায় ঢালিয়াছে মম'পরে
যবে চলিলাম অভিমন্যু বধ হেতু ;
বদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞার পাশে,
সমরান্তে প্রণয়ের খেলা।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পঞ্চক তীর্থ।)

সিন্ধু মুনি।

সিন্ধুমুনি। অসাধ্য হরের যোগ;
অনুদিন তণুক্ষীণ,
আঁখি জ্যোতি হীন,
দেহে প্রাণ রওয়া ভার;
প্রতিদান—অনুতাপ অন্তরে আমার।
একি!
কেন আঁখি ছল ছল,
ধারা বহে অবিরল,
অন্তর আকুল হয় অনুক্ষণ।
উদাস অন্তর—উদাস জীবনে
সন্তপ্ত প্রাণের খেলা বুঝিতে না পারি;
মমতায় বিগলিত প্রাণ,
জপ তপ কঠিন সংযম
অনুক্ষণ মিশায় শরীরে।
হায়,
কেন থাকি থাকি ভুলে যাই
যোগ প্রকরণ,—
হর যোগ সন্দেহের নহে।
হও স্থির অন্তর আমার
কেমনে দেখিবে তারে—

ধটি বাঘ ছলা,
অক্ষ কমণ্ডলু মালা,
রবি, শশী শরীরে যাহার,
কণ্ঠে হলাহল, দেহ বাসুকীর স্থল,
মহিষ মর্দ্দিনী সতত
শ্যামা রূপে আলো করে হৃদয় যাহার,
সর্ব্বময় পতিত পাবন
তার রূপ কর ধ্যান।
আপনি উলঙ্গ ভোলা,
জাপকের মন উতলা
কেন কর হে মহেশ ?
চির নীল পদ্ম ফোটা নয়নে যাহার,
কোটি জন্ম যার তরে
জপ তপ অনুরাগে,
জাপকের প্রাণ ক্ষয় হয়
কেমনে দেখিবে তাঁরে ?
ওহো !
কি হেতু জাগিয়া পুন উঠিছে অন্তরে
প্রণয়ের ছায়া—
বুঝিতে না পারি,
ঘোর তমোরাশি ভেদি
ফুটিয়া উঠিছে যেন রজনী ভূষণ—
নক্ষত্রের মালা ;
সদা যেন অন্তরে আমার—

ফুল্ল কুসুমিত চাঁদের কিরণে
ভাসি'ছে কোমল ছায়া ;
সে চাঁদের কিরণে,
দূর বাঁশরীর রবে
মিশাইছে কোমল কায়া।
আরে আরে—
অন্তর আমার, হীনবল কি তোর পরাণ ?
কহ দেব ! আর কত কাল
মমতায় বদ্ধ রব ধরার ভিতরে ?
ধরা কারা সম করি জ্ঞান,
প্রেম, মমতায় দিয়া বিসর্জ্জন
আসিয়াছি এ বিজন স্থানে ;
পুন, জয়দ্রথ রূপ প্রাণের কুমার
তব ধ্যানে কেন উদয় সম্মুখে ?

(শূন্য পথে অভিমন্যুর ছায়া।)

অভি। পূর্ণ হবে আশা তব ;
হর যোগ মিথ্যা কভু নহে,
পাপ হেতু আজও কায়ে
রহিয়াছ তুমি জগৎ ভিতরে ;
অল্পকালে পুণ্য স্রোতে ক্ষয় হবে পাপ
নর দেহ হবে না ধরিতে আর।

সিন্ধু। কোন্ দেব সদয় অভাগা প্রতি ?
ওহো ! চিনেছি চিনেছি তোরে
অভিমন্যু—পাণ্ডবের বংশধর,

কায়া হীন ছায়া কেন হেরি তব ?
দেব ধাম আবাস তোমার,
দেব বলি এবে সম্বোধি তোমারে।
কহ দেব !
কত দিন থাকিব জগতে
মমতায় আর কত দিন
দহিবে অন্তর আমার ?
দেহরে দেহরে সুফল
হর যোগে লীন হ'ক অন্তর আমার।

অভি। রহ স্থির ব্রাহ্মণকুমার !
অল্প মাত্র পাপ স্রোত
রহিয়াছে তব।

(ছায়ার অদৃশ্য হওন।)

সিন্ধু। ওহো ! একি একি !
কি কুহক দেখিনু আবার
দেব রথে অভিমন্যু ছায়া,
নহে জাগ্রত স্বপন মম।
হও স্থির উদ্বেলিত অন্তর আমার
স্বচক্ষে দেখেছি আমি অভিমন্যু ছায়া,
ছায়াবাজী কেমনে বলিব তায়।
কহিল সে ছায়া—
আছে অল্প কাল
এ কায়া হইতে বিলীন।

(ছায়ার পুনঃ প্রকাশ।)

অভি। সন্দেহে নাহি দাও স্থান হৃদে
স্থির চিত্ত দের কার্য্যে সদা প্রয়োজন।
(ছায়ার অদৃশ্য।)

সিন্ধু। কি বিপাক ঘটিল রে আজি?
বিচঞ্চল অন্তর আমার
হও স্থির ক্ষণেকের তরে।
শক্তি দেমা শক্তি প্রসবিনী!
(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রমোদ উদ্যান।)

দুঃশীলা ও সখিগণ।

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

ডাকে পিককুল, গুঞ্জে অলিকুল,
মধুর সমীর বহে ধীরে,
ফুল্ল সরোবরে, কুসুম থরে থরে,
নাচিছে দুলিছে সমীরে,
ব্যাকুল অলিকূল, আকুল ফুল কুল,
হেলা দোলা সদা নীরে.
কনক কিরণে, ফুল্ল উপবনে,
মধুভরে সখি নত শিরে,
অলিকুল চুমিছে ধীরে,

১ম সখি। দেখ দেখ সখি! তবকে তবকে
ফুটিয়াছে কত ফুল
মধুর গুঞ্জনে, প্রেম আলাপনে,
মাতুয়ারা অলিকুল,
২য়। তরে তরে তরে, ফুল প্রেম ভরে,
সমীরে সমীরে দুলি,
চুমি শিরে শিরে, অলি ধীরে ধীরে,
করিতেছে কিবা কেলি।
১ম। দেখ দেখ সখি!
ভঙ্গীয়াণ পাণ্ডবের সেনা;
পুন বুঝি বাঁধিল সমর।
২য়। সখি! কে হইবে সেনার নায়ক
পুন বাঁধিলে সমর?
দুঃশীলা। হীন বল নারায়ণী সেনা
আচার্য্য প্রবীন তাহে,
সপ্তরথী কৌরব সহায়ে
কেমনে যুঝিবে পাণ্ডবের সাথে
বুঝিতে না পারি;
ওহো কি ভীষণ সমর তরঙ্গ খেলা!
ছুটিতেছে চারিদিকে সৈন্য অগণন—
পর্ব্বতের বারি ধারা সম;
কি ভীষণ অন্ধকার ব্যাপি'ছে মেদিনী!
সৈন্য কোলাহলে
উড়িতেছে ধুলা রাশি;

বুঝিতে না পারি কার সেনা
ভঙ্গ দিয়া রণে পলায় অদূরে ?

(প্রস্থান।)

১ম। পড়িয়াছে পাণ্ডবের বংশ চুড়া
অনুমান সেই হেতু ভঙ্গীয়াণ
পাণ্ডবের সেনা।
২য়। সাগরের সম পাণ্ডবীয় সেনা—
যমের দোসর জনে জনে;
একা অভিমন্যু বীর,
সাত বার ক্রমে খেদায়েছে দূরে
সপ্তরথী, আচার্য্যের সাথে।
১ম। সখি!
শুনেছ কি সপ্তরথী কথা,
কহ,
কেমনে নাশিল অভিমন্যু বীরে ?
২য়। আহা,
প্রাণ কাঁদে শুনিলে সে কথা,
হায়, দাবানল সম
সপ্ত বীরে ঘেরি অন্যায় সমরে
বধিল কুমারে;
সাত বার ক্রমে খেদাইল দূরে
একা সপ্ত জনে।
সাত জন রথী পুন পুন এড়ি বাণ

পাড়িলে বালকে,
শিশু কাঁদিল কাতরে।

১ম। কি নিষ্ঠুর বীরের হৃদয়!

বিহঙ্গড়া—জলদ একতালা।

সখিগণ। আয় ফুল তুলি মালা গাঁথিগে লো সই!
মল্লিকা মালতী জাঁতি, ফুটেছে ফুল নানা জাতি,
প্রেম ভরে দিব লো তারে
প্রাণ সখি গলে রসময়ি!
পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে,
যতনে সাজাইব বেণী,
ফুল্ল ফুল নীরে, ফুলদল ঝরে,
থরে থরে ফুল্ল নলিনী
খেলিছে পবন পরিমল অবচয়ি।

(প্রস্থান।)

দুঃশীলার প্রবেশ।

দুঃশী। ঝুরু ঝুরু বহে সমীরণ
পরিমল মাখি গায়
লুটায় ধরণীতলে;
দূরে,
এক তানে সমীরণ সনে
তটিনী গাইছে গান গুণ গুণ স্বরে।
আহা হেরিলে জুড়ায় আঁখি
ফুল্ল ফুল শিরে ফুল দল ঝরে

তা' সনে পবন ঢালিছে কায় ;
অবশ এ কলেবর পবনের ঘায়।

(শয়ন)

পাহাড়ি পীলু—দাদ্‌রা।

তটিনী গাইছে ব্যাকুল অন্তরে;
ফুল হেরি অলিকুল গুঞ্জরে
চিত চঞ্চল পশিছে সরোবরে
গুণ গুণ স্বরে;
মন দুঃখ কহে সকাতরে
মলিন কুসুম নেহারে।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। মরি মরি স্থির সৌদামিনী,
কনক প্রতিমা,
অভাগার হৃদয়ের ধন পড়িয়া ধুলায়!
উঠ উঠ ফুল্ল কমলিনী,
হৃদয়ের মণি,
উঠ উঠ আনন্দ আমার।
আমোদিনী মেল ফুল্ল আঁখি,
হের একবার—আসিয়াছে জয়দ্রথ
সম্মুখে তোমার।

দুঃশী। প্রাণনাথ!
কি হেতু বিলম্ব আজি,
যুদ্ধ কার্য্যে ক্ষমা দেহ গুণমণি!

অধিনীর অনুরোধে ;
প্রতিদানে অনুতাপ দিয়াছেন বিধি
পাণ্ডব কুমারে,
কহ নাথ !
পুন যুদ্ধ কার্য্যে রত কেন কৌরবের দল ?
কেন (বা) সৈন্য কোলাহল
উঠিতেছে নিরন্তর শিবির চৌদিকে ?

জয়। আমোদিনী প্রেমের প্রতিমা
তুমিলো আমার,
তব অনুরোধে ত্যজিয়াছি রাজকার্য্য,
যুদ্ধ কার্য্য ত্যজিব লো আমি
যবে পূর্ণ হবে মোর অন্তরের সাধ।
চল প্রিয়ে অন্তঃপুরে যাই।

(প্রস্থান।)

ক্রোড় অঙ্ক।

স্বস্ব বাহনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আসীন।

বিষ্ণু। কি উপায় দেখিলে ধাতা
কৌরবের পাপ স্রোত প্রতিবিধিৎসিবার
হেতু ?
পুন দূত ভেটিয়াছে রমা।
নিত্য কহে মোরে,
না পারি থাকিতে আর কৌরবের ঘরে
পাপ স্রোত বাড়িতেছে ক্রমে।

ব্রহ্মা। অনুরোধ বৃথা কর বিষ্ণু! মোরে,
হর বিনা কে পারিবে
সাধিতে এ দুষ্কর কার্য্য;
হর বর মিথ্যা কভু নহে।

কমলাসনে লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

কমলা। কহ দেব!
অনুক্ষণ ফেলি চক্ষু জল
আর কত কাল থাকিব ধরায়
শূন্য করি অলকায়?
অঙ্গরাজ অঙ্গলক্ষ্মী আমি
ভক্তি পুষ্প দলে সঞ্চয় আমারে
সাজায় সতত;
কিন্তু,
পুত্র তার ছত্রধারী রাজা দুর্য্যোধন
ধন গর্ব্বে মাতি নিত্য কহে কটু মোরে;
কহে দুঃশাসনে সূতপুত্র কীচকে
দ্রৌপদীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবারে;
কহ দেব! কি প্রভেদ আমা দোঁহে?
হেন অপমান আর কত কাল
সহিব জগতে?
দিন দিন কৌরবের বল ক্ষয় হয়
দিন দিন মম প্রতি বাড়য়ে বিদ্বেষ।
ব্রহ্মা। ভক্তিসূত্রে বাঁধা সতি!

কৌরবের ঘরে তুমি ;
ভক্তাধীনা তুমি
ভক্ত আশা পূর্ণ কর দেবি।

লক্ষ্মী। দেব !
অল্পাক্রটি দেখি
বিচঞ্চল হয় সদা অন্তর অমার
সেই হেতু চঞ্চলা কমলা বলি
সতত সম্ভাষ মোরে ;
শুন দেব ! ভক্ত নহে রাজা দুর্য্যোধন
ভক্ত মোর পাণ্ডব কুমার ;
সেই হেতু আপনি হরি
ভক্ত বাঞ্ছা করেন পূরণ
পাণ্ডবের রথে থাকি ;
আমিও থাকিব তথা পুরাইব ভক্তের বাসনা।

(লক্ষ্মীর অন্তর্ধান।)

ব্রহ্মা। চল নারায়ণ
মহেশের কাছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের এক পার্শ্ব।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। সখে! কে জিনিল রণে আজি?

অর্জ্জুন। দেব!
ও পদ প্রসাদে দলিনু অরাতিকুল
নাশিনু সমরে অসংখ্য সংসপ্তক সেনা;
হের,
রক্তে রক্তময় রণ স্থল,
ক্ষীণানদী পূর্ণগর্ভা অরাতি শোণিতে।
তবু নাহি জানি হে কেশব!
কেন ঘুচিল না হৃদয় বেদনা।
স্মরি পাঞ্চালীর অপমান
নাশিনু মনের সুখে কৌরবীয়চমূ,
নব তৃণ দল সুশোভিত সমর প্রাঙ্গণ
তপ্ত রক্তে হ'ল সুশোভিত;
শকুনি গৃধিনীকুল, শৃগাল কুক্কুর,
মনের উল্লাসে আপন উদর
করিল পূরণ;

ঘোর রবে ডাকিল গাণ্ডীব
বাণে বাণে ছাইনু গগণ,
বাণে বাণে ঢাকিনু রবিতেজ,
অল্প মাত্র প্রাণী বাঁচিল আহবে।
তবু কেন
বাম আঁখি মম স্পন্দিছে সতত ?
কহ হে কেশব !
কেন ভয়ে ভীত হৃদয় আমার ?
নিদাঘ সমীরে কেন উছলে
অতল জলধি ?
নারায়ণ ! অন্তর্য্যামী তুমি,
এ ঘোর সমরে কেন কাঁদে এ পরাণ,
শূন্য ময় হৃদয় আমার !
এ কাল সমরে হে মধুসূদন !
আর নাহি ইচ্ছা মোর,
ত্যজি লোকলজ্জা মান আত্মীয় আমার
ইচ্ছা করে,
পশিগে মনের সুখে নিবিড় কাননে।
বিকল অন্তর মম,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে,
কাঁপে নাহি হৃদি যার,
যবে গ্রাসিল মিহির
দুর্ম্মদ সমরে মহা অস্ত্র তেজ হেরি

কাঁদে তার প্রাণ বালকের মত।
হে কেশব!
যে দিকে ফিরাই আঁখি
অশুভ বিরাজে সে দিকে;
হেরি যেন,
ঘোর অন্ধকারে পূর্ণিতা মেদিনী,
উল্কা পিণ্ড ছুটিছে চৌদিকে;
কাঁপিছে হৃদয় দুরু দুরু করি
কাঁপে বসুন্ধরা থর থরি

(দূরে সৈন্য কোলাহল ও বাদ্য)

ঐ শুন নারায়ণ!
সাগর কল্লোল সম বিজয় কল্লোল,
গভীর গরজে উঠে কৌরবের দলে
বাজিছে বাদিত্র বাজনা
দম্ভে বাজে দামামা কাড়া।
হায় দেব! সন্দেহে ডুবিছে প্রাণ
বুঝি ধর্ম্মরাজে ঘটেছে বিপদ।

কৃষ্ণ। হেন কথা মনে নাহি দিও স্থান।
অজাতশত্রুনামে বিখ্যাত জগতে যিনি
কি বিপদ সম্ভবে তাঁহার?
কে আছে রথী এ বিশ্বে
জিনিবে সমরে ধর্ম্মরাজে?
কেন ভাব অকারণ
কভু না বিপদ তাঁরে স্পর্শিবে জগতে।

অর্জ্জুন। জানি আমি রোগ শোক দুঃখ ভয়
রিপুরাশি যত এ ভব মণ্ডলে
স্পর্শিবেনা ধর্ম্মরাজে ;
কিন্তু,
তবু, কেন কাঁদে পরাণ আমার ?
স্মরি ধর্ম্মরাজে ও পদ রাজীবে,
রাজ্য ত্যজি বনবাসে
ভ্রমিয়াছি গহন কাননে
দণ্ডক অরণ্যে যথা রাম রঘুমণি।

কৃষ্ণ। স্থির হও সখে।
উতলা কিসের হেতু ?
স'ন্দ নাই অশুভ ঘটেছে নিশ্চয় ;
তবু নৈশ সমীরণে
বিচঞ্চল নহে কভু গভীর বারিধি ;
বুক বাঁধ কঠোর দুঃখের হেতু
ছোট কাজে নহে কভু পাণ্ডব নীরব।

(দূরে সৈন্য কোলাহল ও বাদ্য।)

অর্জ্জুন। ওহো ! প্রাণ ফাটে ঐ রব শুনি ;
হায়, কি মায়া জাল করেছে বিস্তার
কৌরবের দল বুঝিতে না পারি !
কহ নারায়ণ !
বেঁধেছে কি বীতংসে কৌরবের দল
সংসার সহায় মম ভাই যুধিষ্ঠিরে
বৃকোদর, ভ্রাতা পুত্র স্বজন সংহতি

গিয়াছে কি স্বর্গপুরে ?
নহে কোন হেতু,
বাজি'ছে আনন্দ কল্লোলে মিশি
গভীর গর্জ্জনে, ভীম রবে পুরিয়া মেদিনী
কৌরব শিবির হ'তে।
ওহো ! অসহ্য ও রব,
প্রতিবারে দগ্ধে হৃদয় আমার।

কৃষ্ণ। বিজ্ঞ তুমি কি বুঝাব সখাহে ! তোমায়
অধীরতা সাজে কি কভু বীরের হৃদয়ে ?
বিপদ বাড়িবে ক্রমে অধীর হইলে।

অর্জ্জুন। হে কেশব !
শক্তিহীন হইয়াছি আমি
পলে পলে হৃৎকম্প হ'তেছে আমার।

কৃষ্ণ। আশ্চর্য্য অপত্য স্নেহ,
ধন্য বিশ্ব দেব ! ধন্য কীর্ত্তি তব,
ধন্য মায়ার সংসার !
হের অস্তাচল'পরে রবি
অঁাধার আসি'ছে পাছে পাছে
বিলম্বে নাহি কাজ আর
চল যাই সন্ধ্যা হেতু।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেব মন্দির।

উত্তরা ও মুরজা।

উত্তরা। কেনলো সজনি! না পারি পশিতে আর
দেবের মন্দিরে?
নেহারি দেবের মূর্ত্তি
শক্তিহীন হইতেছি আমি;
হায় সখি! বুঝিতে না পারি
কোন পাপে এতাপ আজি
দিয়াছেন বিধি মোরে
দুরু দুরু কাঁপে এ হৃদয়
ভাসে চক্ষু নয়নের জলে,
পতি মম ভ্রমে রণ ভূমে
হে মা শঙ্করি বিপদ বারিণি!
পদছায়া দেহ পদাশ্রিত জনে;
দয়াময়ী তুমি গো জগতে
রক্ষা কর প্রাণেশে আমার;
শক্তি দেমা শক্তি প্রদায়িনি
শক্তিহীন জনে।
হায় সখি প্রাণের মুরজা,
নাহি জানি কেমনে থাকিব জীয়ে
প্রাণেশ্বর বিনা—

গর্ভবতী আমি, উদরে মম
অভিমন্যু সুত,
নহে আজ ও কি জীয়ে থাকিরে জগতে ?
পতিহীনা রমণীর জীবনে কি ফল ?
রেখ মা বিপদ বারিণি
আমি গো দুঃখিনী অতি
মুখ তুলে হের এক বার,
অভাগীরে করোনা ভর্ৎসনা
উন্মাদিনী পতির বিরহে ;
হইয়াছে অঙ্কুরিত মাত্র প্রেমের মুকুল
মাগো ! সাধ নাহি মিটিয়াছে মম,
পুরে নাই হৃদয় বাসনা
যত আশা রয়েছে অন্তরে।
কহি মাগো দেহ ফিরে পতিরে আমার—
দেহ ফিরে বালিকার আদরের ধন—
জীবন সহায়—আরাধ্য দেবতা,
বাল্য ক্রীড়াসাথি পতি মম।
কহি সত্যবাণী করযোড়ে,
জননী গো !
ধৈরজ ধরিতে নারি নাথ অদর্শনে !
হায় সখি ! যবে নিদ্রাবশে
পড়ে থাকি শয্যার উপরে
ঝরে ঝর ঝরে আঁখিদ্বয়,
নিত্য দেখি গো স্বপন—

ভীমাসমা ঈর্ষা পূর্ণ রমণী মূরতি—
লোহিত রসনা
সমীরণে ঝুরু ঝুরু উড়ে কুন্তল তাহার,
রক্তময় আঁখি পলক বিহীন
অঙ্গে কালিমা মাখান লোল জিহ্বা;
কভুবা, অধরে দশন চাপি
এক দৃষ্টে চাহে মোর পানে
আসে সধবার সত্ব মম করিতে গ্রহণ।
সে বদন হেরি ভয় হয় মনে,
ইচ্ছা করে পলাইয়া যাই দূরে
কিন্তু,
হায় সখি! নাপারি পলাতে
সহস্র যোজন সম হস্ত তার
ঘেরে মোরে, ভয়ে কাঁদি বার বার
কাতর অন্তরে ডাকি প্রাণেশ্বরে—

সুরজা। অকল্যাণ করোনা সখি পতির তব
কাঁদি দেবের মন্দিরে।
চল যাই দেবীর সদনে।

ভুপালী—জলদ্ তেতালা।

আর না, আর না সখি, ও কথা তুল না আর,
অভাগিনী এ দুঃখিনী,
পতি প্রেম পাগলিনী,
ভেসেছে আঁধার সাগরে নিরাশ করিয়ে সার।

হাসে না এ হৃদি সুখে,
কাঁদে প্রাণ মন দুঃখে,
যালো সখি ! ফিরে যা ফিরিতে ব'ল না আর।

সুরজা। পতি তব বীর চূড়ামণি,
বীরপত্নী তুমি
শোক কর কি কারণ ?
বীর কার্য্য সিদ্ধি হেতু গিয়াছেন
পতি তব রণভূমে,
অবশ্য আসিবে ফিরে
রণজয়ী প্রাণেশ তোমার।

(উভয়ের প্রস্থান।)

শূন্যে রোহিণী ও অভিমন্যুর
প্রবেশ।

রোহিণী। প্রাণনাথ ! একি ভাব হেরি আজি
বদনে তোমার ?
শোক ত্যজ প্রাণেশ্বর ;
ব্যথা যদি পাও হে অন্তরে
আর না কহিব আমি পূর্ব্ব কথা মম।

অভিমন্যু। প্রিয়তমে ! দগ্ধ এ হৃদয় উত্তরার লাগি ;
আহা ! ফুল্ল-কমলিনী সোনার-নলিনী,
মৃত প্রায় মম হেতু।
রহ স্থির প্রিয়ে, এই স্থানে,

অভিলাষ অন্তরে আমার
দেখা দিব উত্তরারে আমি।

রোহিণী। দিব না যাইতে নাথ! ধরাতলে আর।

অভিমন্যু। আহা,
যে প্রতিমা ছানিত চন্দ্রমা-করে
শোকে তাপে জর জর অন্তর তাহার;
হেরিলে উত্তরা ফেটে যায় পরাণ আমার।
রোহিণি! ভুলেছিনু তব কথা
নর দেহ করিয়া ধারণ;
কিন্তু, নারিনু ভুলিতে উত্তরার কথা;
প্রাণ কাঁদে উত্তরার হেতু।

রোহিণী। প্রাণনাথ!
ভুলে ছিলে তুমি হে আমারে
কিন্তু,
অভাগিনী পারে নাহি কভু ভুলিতে তোমারে।
নিত্য কাঁদিত প্রাণ উত্তরার মত;
উদিয়া আকাশ পটে
তব রূপ হেরিতাম আমি।
ত্যজি দেবকার্য্য দিন গণনায়
থাকিতাম রত আমি;
ভাবিতাম আর কি এ অভাগিনী
পাইয়ে, তোমা হেন ধন
রাখিবে হৃদয়ে পুন?

অভিমন্যু। হের প্রিয়ে! আসিছেন

জননী মোর উত্তরার হেতু;
চল যাই হেরিগে উত্তরা।

(প্রস্থান।)

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। কাঁপিতেছে হৃদিতন্ত্রী মম ঘন ঘন
পলকে আঁধারময় নেহারি চৌদিক,
সদা মনে হয়,
শ্মশান যেন হয়েছে জগৎ ;
পাখী শাখা'পরে নিঝুম অন্তরে
ধৌত করে হৃদয়ের দুঃখরাশি
নয়নের জলে ;
মন দুঃখে ভুলেছে বিহঙ্গকূল
সুমধুর তান,
তাই, শাখা'পরে পাখী কাঁদে অনিবার।
নড়ে না একটি পাতা পবনের কোলে
গুঞ্জে না ভ্রমরকূল নীরব সকলি ;
কিন্তু,
অভাগী হৃদয়ে মনে হয়
মর্ম্মভেদী দুঃখ গীত গাইয়া সদাই
কে যেন আকুল করিছে এ প্রাণ।
পতি পুত্র ভ্রমে রণ ভূমে,
রেখ মা শঙ্করি! বিপদ-বারিণি
রেখ মা বিপদ সাগর হ'তে ;

শঙ্কটে শঙ্করী স্মরি শুভঙ্করী!
পদছায়া দে মা অধিনীরে।
কোথা গেল উত্তরা, বহুক্ষণ হেরি, নাহি
চন্দ্রানন তার।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সাত্যকি প্রভৃতি।

যুধিষ্ঠির। হে বিধাতঃ!
কেন মোরে ক'রেছিলে পাণ্ডব প্রধান,
ভগবান্! এই কি হে লিখেছিলে ভালে?
জন্মাবধি অনুতাপ সহিনু অন্তরে,
হৃদয়ের কোমলতা, দয়া, ধর্ম্ম আদি
কঠিনতায় হ'ল পরিণত।
নিত্য কাঁদে প্রাণ বুঝিতে না পারি
কোন দেব করেছেন বঞ্চনা এ দাসে?
পতি পুত্র হীন আমি করিনু সকলে;

আজি যারে হেরি
দারুণ দুঃখের স্রোত করেছি নির্ব্বাণ;
প্রণয় নির্ঝরে,
হৃদয়ের দুঃখ রাশি করেছি ক্ষালণ
কাল না হেরি তারে।
ওহো!
পতিহীনা পৃথিবী আমার দোষে;
রাজ্য-লোভ হেতু,
ডুবিল পৃথিবী হায় মম পাপভরে।
হায় ভীম!
গৃহ-ভেদী একাল সমরে,
একে একে নিবেছে সকলি
নিশা অন্তে দীপাবলী সমা।
নিজ কর্ম্ম দোষে,
যত্নে,
ফুকারি ভস্মের রাশি জালিনু অনল
করিনু তাহে মহা যজ্ঞ—
দিনু ডালি হস্ত পদ বাঁধি
পূর্ণাহুতি রূপে
প্রাণ সম অভিমন্যু মম—
সুভদ্রার অঞ্চলের ধন।
হায় ভীম,
পাগল করেছে স্মৃতি মোর;
কি ব'লে বুঝাব যবে সুধাবে উত্তরা—

কহ ধর্ম্মরাজ!
কেমনে কোথায় রেখেছ তুমি,
জীবন-সহায় আরাধ্য-দেবতা—
বাল্যক্রীড়া-সাথি পতিমম।
ওহো! প্রাণ ফাটে স্মরিলে সে কথা;
হায়, কেমনে দেখাব মুখ
অর্জ্জুন সমীপে;
কি কহিবে, শ্রীমধুসূদন
যবে শুনিবেন তিনি ছার রাজ্যলোভ হেতু,
মম ধন প্রাণ রক্ষা হেতু
হত ভাগিনা তাঁহার।
হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয় অধম আমি;
নহে কোন হেতু দাবানল মাঝে
দিনু ছাড়ি স্বর্ণ-কুরঙ্গ আমার
না দেখিনু পশ্চাতে ফিরিয়ে
কি ঘটিল কপালে তাহার;
ভ্রমেও আগুবাড়ি নাহি গেনু
রক্ষিতে তাহারে।

ভীম। ওহো! ধিক্ এ জীবনে মম
ধিক্ বাহু বলে মোর,
ধিক্ মম বৃকোদর নামে,
হাসিবে জগৎ যবে শুনিবে
সপ্তরথী বেড়ি ব্যূহ মাঝে
বধেছে কুমারে

বৃকোদর নারিল পশিতে।
কিবা কাজ বাহু বলে মোর
যাক্ পৃথ্বি রসাতলে
এ জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।

সাত্যকী। হায়!
চির হতভাগ্য আমি।
কেন না ত্যজিনু প্রাণ,
একা বীর, দলি রিপুকুল
শুয়েছে যথায়।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। হের হে কেশব!
শব সম নীরব সকলে আঁধারে।
হে বৃকোদর! কি হেতু নীরব,
কেন নাহি সুধাও আমারে ভাই
রণের বারতা তুমি?
হে কেশব! হেরি সবে—
কিন্তু নাহি হেরি অভিমন্যু মোর?
হে বীরগণ! দেহ উত্তর আমারে
কোথায় নয়নের পুত্তলী নয়নের মণি
বীর অভিমন্যু মোর?
অভিমন্যু!
থাক যদি জীবিত ধরায়, দেহরে উত্তর

কাতর পরাণ মম কররে শীতল
ছড়ায়ে অমৃতরাশি ;
উদ্বেলিত হৃদি মাঝে
স্নেহ দেহরে নিক্ষেপি
শান্ত হ'ক্ অস্থির হৃদয়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। হায়, কে দিবে উত্তর ?
গেছে জীব জগৎ ছাড়িয়া ;
অন্যায় সমরে পশি সপ্তরথী বেড়ি
নাশিয়াছে প্রাণের কুমার
গেছে পুত্র স্বর্গ পুরে।

অর্জ্জুন। হে কেশব ! হে কেশব !

কৃষ্ণ। স্থির হও সখে !

অর্জ্জুন। নারায়ণ ! মায়াময় তুমি,
নাশ এ ভবের মায়া ;
পুত্রশোকে অধীর আজি হৃদয় আমার।

কৃষ্ণ। হে ক্ষত্রকুল-রবি !
জানি আমি শত শূল সম পুত্রশোক ;
আয়স অধিক যদি
কঠোর কিছু থাকে এ জগতে
তদপেক্ষা কঠিন ক্ষত্রিয় হৃদয় ;
বীর পুত্র তব,
বীরকার্য্য হেতু, বীরের বাঞ্ছিত পথ
লভেছে কুমার,
ক্ষত্র তুমি, উচিত নহে

প্রকাশিতে শোক সেই হেতু।
ধন্য কীর্ত্তি রেখেছে কুমার।

অর্জ্জুন। হে কেশব! পাণ্ডবের সখা;
ধন্য তুমি, ধন্য তব মহামায়া,
নর আমি কি বুঝিব মহিমা তোমার;
পার যদি শিখাও আমারে
হে নররূপী নারায়ণ!
তব পদচিহ্ন লক্ষ্য করি
অনুগামী হইতে তোমার।
হে পাণ্ডব-বান্ধব! দয়ার-নিদান,
ত্রাণ কর মোরে এ মোহ জাল হ'তে।

যুধি। দ্রোণ করিল প্রতিজ্ঞা বধিতে আমারে,
পশিল সমরে—
সাগরের সম কৌরবীয়চমূ
চক্রব্যূহ করি,
ভীম আদি আর যত যোধগণ,
প্রাণপণে যুঝি, তবু
নারিল বারিতে কৌরব;
চক্রব্যূহ আশ্চর্য্য সাজন!
অন্ধ আমি রাজ্য লোভ হেতু
আদেশিনু প্রবেশিতে ব্যূহ মাঝে;
করি মহামার বীর অবতার
পড়িয়াছে সম্মুখ রণে,
দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ আদি সপ্তরথি মিলি

নাশিয়াছে অন্যায় সমরে
পাণ্ডব কুলের রবি।

ভীম। হে অর্জ্জুন!

ভীম বলি কেন ডাক বারবার,
নহি ভীম আমি, নহি কুন্তির কুমার
সহোদর বলি নহি যোগ্য দিতে পরিচয়।
কাপুরুষ কেন ভীম বলি চাহে
দিতে পরিচয় জগৎ মাঝারে?
কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয় অধম আমি;
হায়, দাবানল সম সপ্তনরাধমে মিলি
যবে আক্রমিল কুমারে,
সহায় পাইব আশে না জানি কুমার
কত চাহিল পশ্চাতে—
পর্ব্বত ভেদিয়া যবে ছুটে কল্লোলিনী
সাগর উদ্দেশে,
ভাসাইয়া গ্রাম, নদ, নদী, ভূধর কন্দর,
ভেসে যায় প্রাণীকূল বিপাকে পড়িয়ে
শূন্য নেত্রে চাহে চারিদিকে
উচ্চরবে ডাকে বারবার
আশ্রয় পাইব আশে;
অবশ্য ডেকেছিল পুত্র জ্যেষ্ঠতাত বলি
যবে পীড়িত অরির বাণে
বিপক্ষ তরঙ্গ মাঝে পড়িয়া বিপাকে!
না না, হীন বল আমি,

বীর পুত্র কভু নাহি চাহে
মম সম হীনের সহায়!
হায়! প্রাণ ফাটে কহিতে সে কথা—
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করি অন্যায় সমরে
পশি, সপ্তরথী বেড়ি
নাশিয়াছে বীর শিশু অভিমন্যু;
প্রাণপণে করিনু রণ
তবু, নারিনু প্রবেশিতে ব্যূহের মাঝারে;
দেব অস্ত্র বলে বলী,
নহে ছার জয়দ্রথ,
শত পদাঘাত করিয়াছি মুখে তার।

অর্জ্জুন। ওহো!
কি লজ্জার কথা,
রোধিল তোমারে দেব ছার সিন্ধুর কুমার।

ভীম। হে অর্জ্জুন!
অসাধ্য সাধিনু—
ভীম আমি—দন্তে তৃণ পাতি সপ্তরথী
পদ প্রান্তে রাখি
কর যোড়ে কহিনু সবারে—
দেহ ছাড়ি পথ বীরগণ
প্রবেশিতে ব্যূহের মাঝারে;
তবু কেহ
পথ নাহি দিল মোরে;
যত্ন করি হইনু বিফল

হা অর্জ্জুন !
দেবকুল যুঝিয়াছে কৌরব সহায়ে,
নহে ছিন্ন করি মুণ্ড তার
আনিতাম পাণ্ডব শিবিরে।
ওহো !
আজি(ও) জীয়ে অরি সম্মুখে আমার
বিনাশি প্রাণের কুমারে।
ভীম আমি পারি বাহুবলে
ধরা দিতে রসাতলে !
হায় !
সিন্ধুকুল-নরাধম রোধিল আমারে।
পলকে ব্যূহ ভেদিল কুমার
ঘোর হাহাকার রব উঠিল কৌরব দলে,
আগুবাড়ি গেলাম নিকটে
পুন পুন সবে মিলি দিনু হানা ;
একবার—দুইবার—তিন বার ক্রমে
করিলাম পণ প্রবেশিতে ব্যূহ দ্বারে,
তবু,
নারিলাম প্রবেশিতে সেথা,
মহা সৈন্য সমবেত তথা।
দেখিনু চৌদিকে ফিরি
কামরূপী জয়দ্রথ শোভে চৌদিকে।
অর্জ্জুন। হে মাধব !
মরে পুত্র জয়দ্রথ হেতু—

কালি তারে নাশিব সমরে,
না লুকাতে ভানুকর জগৎ মাঝারে।
শুন সবে প্রতিজ্ঞা আমার—
কি ছার সে কৌরব কুল
রাখিবারে জয়দ্রথে,
আপনি মহেশ যদি মহা সৈন্য সাথে
আসে যুঝিবারে,
যত্ন করে দেবগণ অপ্সর কিন্নর,
কিম্বা, তিনলোক এক কালে
দাঁড়ায় বিপক্ষ ভাবে
রক্ষিবারে সিন্ধুকুল-নরাধমে,
তবু, সফল না হবে কভু।
সাগরের সম অসংখ্য অরি মাঝে
বীর দর্পে পুন পুন কহিব সবারে—
হের দেখ বধি সিন্ধু-সুতে,
বীর যদি থাক কেহ ত্রিলোক মাঝারে
আসি রক্ষা কর তারে।
অস্ত্রের প্রভাবে মহা অস্ত্র যত
ভস্ম রাশি হবে,
পশুবৎ ছেদিব পুত্রঘাতী অরাতির শির।
কিন্তু,
যদি বীর কেহ থাকে কোন স্থানে
বীর বলি গণ্য বীরের সমাজে
ধরে হেন শক্তি, অস্ত্রজাল করিয়া বারণ

পারে রক্ষিবারে জয়দ্রথে—
লৌহ মাত্র স্পর্শিব না আর।
কিন্তু,
না পারি পালিতে যদি প্রতিজ্ঞা আমার
স্বহস্তে অগ্নিকুণ্ড করি
প্রবেশিব অনল উদরে।
বীরকার্য্য বীরবীর্য্য দেখাইব কালি
জগৎ মাঝারে;
রুধিরে ভাসিবে পৃথ্বি
হেরি সে রুধির স্রোত
যক্ষ রক্ষ অসুর পিশাচ
উল্লাসে নাচিবে চৌদিকে।
মৃত্যু কালে অবশ্য পিতা বলি
ডেকেছে আমারে;—কিরাত আক্রান্ত
নিঃসহায় মৃগশিশু সম দেখেছে চৌদিকে,
ওহো! ফেটে যায় পরাণ আমার!
স্নেহের পুতলি পড়িয়াছে রণে।
ভীষ্মদেব পরাজিত যার বাণে
যার বাণে কাঁপিত তিনলোক
হা পুত্র! কোথায় গিয়াছ তুমি
ত্যজিয়া আমায়?
কহ বাসুদেব!
কর্ণধার তুমি পাণ্ডবের চিরকাল
সংসার সাগর মাঝে,

হায় দেব! বুঝিতে না পারি
কি কহিব উত্তরারে যবে সুধাবে সে
কোথা পতি মম জীবন-রতন?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়!
কর স্থির অন্তর তোমার,
বিচলিত না হয় কভু বীরের হৃদয়,
হের,
রাজা যুধিষ্ঠির, আকুল আক্ষেপে তব—
ম্রিয়মান আত্মীয় স্বজন।
ঐ শুন,
বাজিছে দামামা কৌরব শিবিরে,
উল্লাসে উন্মত্ত অরি দল,
হীন বল তব সৈন্য সমুদয়;
হও স্থির প্রতিবিধিৎসিবার হেতু।
ধর উপদেশ মম
নিজ তেজে কর উৎসাহিত সবে
জয়-লক্ষ্মী চঞ্চলের নহে।
হে ভীম! হে বীরগণ!
নাহি কিহে বীর সমগ্র শিবিরে?
নাহি জানি কেমনে র'য়েছ স্থির,
সহিছ সকলে—
মারি দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্যায় সমরে
সপ্তরথি বেড়ি,
মত্ত অরিদল বিজয় উল্লাসে নাদিছে

হুঙ্কারে।

ভীম। হে পাণ্ডবের সখা! হে বীর সমাজ!
শুন সবে প্রতিজ্ঞা আমার,
কালি পশ্চিম আসারে যবে রবিছবি
দেখা দিবে লোহিত বরণে,
আজিকার আনন্দ উল্লাস সম
পথে পথে যদি নাহি কাঁদে কৌরবের নারী
এ ছার গদার ভার ধরিব না আর,
বিসর্জ্জিব পাপ দেহ অনল উদরে।

সকলে। হবে ক্ষয় কৌরবের দল।

কৃষ্ণ। যাও তবে যাও বীরগণ আপন শিবিরে
বল হেতু পূজি ইষ্ট দেবে,
কৌরব রুধিরে পূর্ণাহুতি করহে প্রদান।
বীরকার্য্য হেতু বীরের বাঞ্ছিত পথ ল'ভেছে কুমার,
নাহি তাহে দোষ ধর্ম্মরাজ তব,
অকারণ ভাবনায় কেন দেহ স্থান
হৃদয় মাঝারে;
কীর্ত্তি-স্তম্ভ হ'ল বংশে তব
অভিমন্যু পরাক্রমে।

যুধি। হে অন্তর্যামি!
তোমা বিনা কে বুঝিবে
কি তাপে হৃদয় মম দগ্ধ স্তরে স্তরে।
কৌরবের গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু,
আগুবাড়ি আমারে সম্বোধি

কহিল কুমার,
জানি আমি প্রবেশ উপায়,
কিন্তু, নাহি জানি নির্গম কেমন ?
মূঢ় আমি তবু পাঠাইনু তারে রণে,
ঝাঁপ দিতে অনল উদরে,
হলাহল তুলি দিনু কুমারের মুখে,
তাই প্রাণ বাঁধিতে না পারি।

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ !
ধর্ম্ম জ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি,
গেছে পুত্র স্বর্গপুরে
অনুতাপে ফেলিলে তুমি নয়নের জল
চরমের গতি দেব রুদ্ধ হবে তার।
শুন দেব !
প্রাক্তনের গতি কে পারে রোধিতে ?

যুধি। হা অভিমন্যু বংশের কেতন মম !

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

কৃষ্ণ। শুন পার্থ !
প্রতিহিংসা বীরের ভূষণ
প্রতিহিংসা হেতু পূজ্য বীরকূল
জগৎ মাঝারে।
রাখ স্থির হৃদয় তোমার
প্রতিবিবিৎসিবার হেতু।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

দুর্য্যোধন ও দুষ্টমতি।
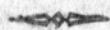
দুর্য্যো। নাহি কাজ পাণ্ডব সমরে আর;
জীবক্ষয় এ কাল সমরে
আর নাহি ইচ্ছা মোর;
হায়,
অতুল বিক্রমশালী পিতামহ মম—
যার শরজালে রুদ্ধ হ'ত তপন কিরণ,
নেহারি বিক্রম যার,
বিকম্পিত যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, কিন্নর,
এ কাল রণে একে একে নিবেছে সকলি।
হায়!
রাজ্য ভাগ পঞ্চগ্রাম মাত্র চাহিল পাণ্ডব!
পাপী আমি, পাপকার্য্য সিদ্ধি আশে

আদেশিনু সূতপুত্র—কীচকে
দ্রৌপদীর ধর্ম্ম নষ্ট হেতু;
ছল পাতি পাশ-ক্রীড়ায়
পাঠা'লাম শকুনি মাতুলে,
ছল পাতি প্রেরিনু অজ্ঞাতবাসে
পাণ্ডব সবারে;
জতুগৃহ করিনু নির্ম্মাণ
দ্রৌপদীর সহ বধিতে পাণ্ডব
সর্ব্ব কর্ম্মে আশা ভঙ্গ হয়েছে আমার।
এবে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত মম;
নাহি কাজ জীবক্ষয়ে আর,
করিয়াছি স্থির
ধর্ম্মরাজে যাচিব সন্ধি হেতু।
ভাগ্য দোষে সহিয়াছি বহুতর ক্লেশ
ভাঙ্গিয়াছি মঙ্গলঘট আপন চরণে।

দুষ্টমতি। রাজেন্দ্র!
কৌরবের রাজা তুমি
সৈন্যক্ষয়ে কিবা ভয় তব;
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা
ফেরে যার আজ্ঞার অধীনে
কোটিসৈন্য বিনাশে কি ভয় তার?
হায়, জীবক্ষয় রক্ষা আশে, কেমনে
নীচ সম যাচিবে পাণ্ডবে সন্ধি হেতু?
কহ রাজা! কেমনে এ সময়কালে

ভুলিলে প্রতিজ্ঞা আপন?
সন্ধিকার্য্যে যদি মতি তব,
হে রাজন! কহ কোন হেতু
রাজবীরগণে আনিলে এ রণস্থলে?
শুন রাজা কহিতেছি আমি,
থাকিতে এ দেহে প্রাণ
এ বিবাদ মিটিবে না কভু;
নাহি জানি কেন হেন নীচগতি
হইল তোমার—
হাসিবে জগৎ, হাসিবে পাণ্ডব,
বামা দল, এ কলঙ্ক তব গাইবে চিরকাল
হীনবীর্য্য, কাপুরুষ, প্রাণ ভয়ে নত
কৌরবের রাজা,
প্রাণ রক্ষা হেতু পাণ্ডবের পদানত আজি।
হায় রাজা, বুঝিতে না পারি
কে দিল হেন মন্ত্রণা তোমারে?
অসীম দুর্দ্দান্ত কৌরবের পতি তুমি,
মান হেতু প্রাণ যজ্ঞে
অন্য প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন,
বিসর্জ্জিয়া অমূল্য রতন, কৌরবের মান
নিজ প্রাণ চাহ রাখিবারে।
ভুবন বিজয়ী তুমি,
ত্রিভুবন কাঁপে যার শরে
হুঙ্কারে যাহার, আপনি মেদিনী

কাঁপেন থর থরে,
সেই কৌরবের রাজা
আজি ফেরুপাল ভয়ে
দাস পদে করিতেছে জীবন বিক্রয়!
হীনবল নহে আজি(ও) কৌরবের দল
কহ কোন হেতু তব মুখে হেন নীচ ভাষা!
যায় যাবে অতুল বিভব, মান রক্ষা কর রাজা।

দুর্য্যো। দিব প্রাণ, অতুল বিভব,
চিরবাঞ্ছ নরজন্ম,
সকলি করিব ত্যাগ পাণ্ডবের পদে;
তবু, সন্ধি হেতু যাচিব না ধর্ম্মরাজে।
রাজা আমি, কোন হেতু ভিখারী পাণ্ডবে
রাজ পূজা করিব অর্পণ?
বনবাসে বাকল-বসন পরি
ফিরিবে যে দ্বারে দ্বারে
অদৃষ্টের লিপি করিতে পূরণ
পঞ্চ-গ্রাম কেন দিব তারে?
থাকে বল পাণ্ডব বাহুতে
যুঝুক আমার সাথে।
যায় যাক্ রসাতলে,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মহারথী—
লক্ষ নারায়ণী সেনা,
প্রাণ সম আত্মজ আমার,
এ প্রাণ থাকিতে

তিলার্দ্ধ ভূমি কভু না দিব পাণ্ডবে।

(প্রস্থান।)

দুষ্টমতি। দৌত্য কার্য্য সফল আমার।
দুষ্টমতি আমি,
কুমন্ত্রণা আমারই সকল;
কুমন্ত্রণা বলে রাজ্য যায় রসাতলে,
রাজা ভিখারীর সম ফেরে দ্বারে দ্বারে;
পিতা পুত্রে বাদ, ভ্রাতৃপ্রেমচ্ছেদ,
পতি পত্নী হৃদয়ের ভালবাসা
ফুরায় অন্তরে, সকলি আমার হেতু।
যাই (এ) শুভ সংবাদ
নিবেদিতে দেবের গোচরে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ।)

জয়দ্রথ ও দুঃশীলা।

দুঃশীলা। স্বপ্ন কভু সত্য নহে নাথ!
কোমল অন্তর তব
সাধিয়াছে সুকঠিন কার্য্য
মমতায় শূন্য করি প্রাণ,

সপ্তরথীরে মেলি
দমিয়াছ দুরন্ত রিপু—আর্জ্জুনিরে
সেই হেতু শোকে দহিছে অন্তর তোমার।

জয়। প্রিয়তমে! প্রবোধ না মানে মন;
স্বচক্ষে দেখেছি আমি
দেব অনুচর বসিয়া শিয়রে মম
কহিল আমারে—
"সিন্ধুরাজ! কি পাপ সাধিয়াছ তুমি
অন্যায় সমরে বধি অর্জ্জুন তনয়ে,
সেই পাপ হেতু পিতা পুত্রে যাবি যমপুরে"।
বিকল অন্তর মম সে অবধি;
সে স্বপনের কথা ভুলিবার হেতু
পাশক্রীড়া করিনু শকুনির সাথে
কিন্তু, হায় প্রিয়ে! ভুলিতে নারিনু তায়;
অস্থি মাংসে শোনিতে আমার
সেই কথা রহিয়াছে লেখা।

দুঃশীলা। প্রাণেশ্বর!
উতলা না হও তুমি,
দেবপদে থাকে যদি মতি মোর
দেবকুল রক্ষিবেন অবশ্য তোমারে।
নাথ (হে)! ব্যথা যদি পাও হে অন্তরে
থাকিয়া এখানে,
চল যাই প্রমোদ কাননে
হেরি স্বভাবের চারু চিত্রপট

জুড়াইবে অন্তর তোমার।

জয়। যাও প্রিয়ে প্রমোদ কাননে,
হইল স্মরণ, প্রতীক্ষায় আছে দুর্য্যোধন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, কর্ণ, কৃপ, শল্য,
বাহ্লীক প্রভৃতি।

দুর্য্যো। কহ হে বীরসমাজ!
কেন পুন উঠিছে চৌদিকে
পাণ্ডব শিবির হ'তে আনন্দ কল্লোল?
কেন মুহুর্মুহু বাজে পাঞ্চজন্য
কেশবের মুখে?
বড়ই আকুল মম হ'তেছে পরাণ
শুনি আনন্দের ধ্বনি।
পুন কি উঠিল জীয়ে লক্ষণের সম
বীরপুত্র পার্থের তনয়?
প্রের চর বীরগণ প্রের ত্বরা করি।

(দূরে পাঞ্চজন্যের শব্দ।)

ওহো! একে একে পড়িতেছে মনে
দারুণ সমর কথা;

অবহেলি গুরুর আদেশ
ভাঙ্গিয়াছি আপন শিব চরণের ঘায়।
নিজ কর্ম্ম দোষে জ্বালিয়াছি
দাবানল সম, গৃহভেদী এ কাল অনল,
একে একে পূর্ণাহুতিরূপে
দিয়াছি নিক্ষেপি পুত্র আত্মীয় আমার।
ওহো! কুরু পাণ্ডবের সমর
করিতে নির্ব্বাণ সন্ধিহেতু
যবে আসিল কেশব
না শুনিলাম পিতৃআজ্ঞা,
অবহেলা দেখাইনু নররূপী নারায়ণে;
ভেবেছিনু সপ্তরথী বেড়ি বধেছে কুমার
শুনিলে অর্জ্জুন না ধরিবে দেহভার
হায়! বৃথা আশা মম।

দূতের প্রবেশ।

দূত। দেব! শুনিনু কটকে
করেছে প্রতিজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়
প্রবেশিবে রণে,
নাশিবারে পুত্রঘাতী অরি সিন্ধুর-তনয়;
সাজিতেছে পাণ্ডবীয়চমূ,
তাই দেব! বাজিতেছে কেশবের মুখে
পাঞ্চজন্য মুহুর্মুহু।

দুর্য্যো। আগুবাড়ি চল হে বীর সমাজ!

বধ পাণ্ডবের দল রুধিরে ভাসাও পৃথ্বী ;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঢাক পৃথিবীরে
থর্ব্ব করি রবিতেজ।
জয়দ্রথ! বীর অবতার, বীর চূড়ামণি!
চল প্রবেশি সমরে
করিগে পাণ্ডবহীন মেদিনী।
রাজ্যলোভ হেতু হয়েছে আগুয়ান
পথের কণ্টক চল তুলিগে সকলে।

(দূতের প্রস্থান।)

কৃপ। যাইব সমরে কাটি পাণ্ডবের দল
রুধিরে ভাসাব মেদিনী।

জয়। কেন বল দেব! অসাধ্য সাধিতে মো'রে;
পর্ব্বত ভেদিয়া নদী যবে বাহিরয় বেগে
কার সাধ্য রোধে তার গতি?
পুত্রশোকে অধীর হয়েছে ধনঞ্জয়,
নাশিবারে পুত্রঘাতী অরি,
যুঝিবে সে দ্বিগুণ প্রভাবে।
ত্র্যম্বকে জিনিয়া যেই, লভিয়াছে
পাশুপত মহাঅস্ত্র
অবশ্য পালিবে বীর প্রতিজ্ঞা তাহার।
হে কৌরব রথীন্দ্র সমাজ!
রক্ষা কর মো'রে, অথবা,
না পার বারিতে যদি বীর ধনঞ্জয়ে
ত্যজি লোকালয় কাপুরুষ মত

বীরকার্য্য, বীরবীর্য্য ভুলি
লুকায়ে আঁধারে রক্ষা করি নরদেহ।
নাহি কাজ পাণ্ডব সংহারি,
কাপুরুষ আমি তস্কর সদৃশ
থাকিগে লুকায়ে আঁধারে।

কর্ণ। জয়দ্রথ! রণে ভঙ্গ দেও কোন হেতু?
বীর তুমি, বীরকার্য্য সাধি
রাখ কীর্ত্তি জগৎ মাঝারে।
থাকিতে কৌরবীয় চমূ,
কর্ণ, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, রাজাদুর্য্যোধন,
নারিবে পাণ্ডবসেনা বীর ধনঞ্জয়
লক্ষ্য তার করিতে গ্রহণ।
শুন রাজা কহিতেছি আমি
বিধাতা বিমুখ এবে পাণ্ডবের প্রতি
নহে,
কোন হেতু পার্থ করে হেন অহঙ্কার?
নাহি কি রে শক্তি কৌরব বাহুতে
রক্ষিবারে জয়দ্রথে,
হায় বৎস! কোন হেতু অস্ত্র শিক্ষা মম
নারিলাম যদি রক্ষিতে তোমারে।

বাহ্লিক। হাসিবে মেদিনী যবে শুনিবে
বীর জয়দ্রথ,
ফেরুপাল ভয়ে আবরি আঁধারে
সমর কল্লোল ছাড়ি,

ত্যজি ক্ষত্র অলঙ্কার,
রক্ষিবারে ছার দেহভার
লুকায়ে রয়েছে ভয়ে।

জয়। পাকশাঠ মারি কিবা কাজ ?
থাকে যদি বিক্রম তোমার
ঝাঁপদেহ সমর তরঙ্গ মাঝে।

দুর্য্যো। কেন ভয় বীর !
রাখিব তোমারে বীরগণ মাঝে,
লক্ষ লক্ষ হস্তি অশ্ব
অসংখ্য কৌরব সেনা রক্ষিবে তোমারে,
কার সাধ্য যুঝে তব সাথে ?
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণে
দিব আজ্ঞা রক্ষিতে তোমারে
তবু, কেন ভাব অকারণ ?
রথীশ্রেষ্ঠ বীর তুমি
দেখাও আপন বীরত্ব ভবে ;
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি,
যুঝিব তোমার সহায়ে বীর।

জয়। রাজা ক্ষমা কর মোরে।

দুর্য্যো। রাখ রাজা আপনার নাম ভবে
দেখাও বিক্রম নর নারায়ণে হয়ে বাদী।

(দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

দুর্য্যো। যে দিকে ফিরাই আঁখি,
অমঙ্গল বিরাজে সেদিকে।

অহো! দি'ছি বিসর্জ্জন দারুণ সমরে
পুত্র আত্মীয় আমার;
হীন বল হতেছে ক্রমে কৌরব সমাজ।
হায়! বুঝিতে না পারি
পরিণাম কি হবে আমার।
যাব আমি যুধিষ্ঠির পাশে,
চরণে ধরিয়া তাঁর পঞ্চগ্রাম দিয়া,
কুলক্ষয় এ কাল সমর মিটাইব আমি।
না না, থাকিতে দেহে প্রাণ
কভু না পারিব তাহা।
রাজার তনয় আমি লক্ষ লক্ষ সেনা
ফেরে যার আজ্ঞার অধীনে
নীচসম কেমনে যাচিব পাণ্ডবে
সন্ধি হেতু।
যায় যাবে রাজ্য, মান, জীবন আমার
পঞ্চগ্রাম পাণ্ডবে নাহি দিব।

দ্রোণের প্রবেশ।

হে আচার্য্য! যুদ্ধ হেতু সাজে ধনঞ্জয়
প্রতি বিধিৎসিবারে পুত্রশোক,
নাহি জানি দেব! কি উপায়ে
রক্ষিব কৌরব সেনা,
জ্ঞানহরা হইয়াছি আমি,
হেরি অমঙ্গল বিরাজে চৌদিকে—

নাদে শিবা অশিব নিনাদে
গ্রহকুল পড়িতেছে উপাড়িয়া যেন।

দ্রোণ। এত দিনে ফলিয়াছে প্রাক্তনের লিপি!
রাজা! নাহি বীর কৌরব সমাজে
বারিতে বীর ধনঞ্জয়ে,
নারায়ণ আপনি যুঝিবে তাহার সহায়ে।

দুর্য্যো। রে ব্রাহ্মণ! এত দিন পরে আজি
স্বীয় মূর্ত্তি করিলে গ্রহণ?
চিরকাল জানি আমি
পাণ্ডবের হিতকামী দ্রোণ।
দোষ তব নহে সকলি অদৃষ্ট মোর,
দুগ্ধদানে কালসর্প পুষিয়াছি আমি
দুগ্ধ বিনিময়ে কালকূট করিবে উদ্গার
কিবা বিচিত্র তাহার?
নাহি কাজ রক্ষা করি কৌরব সমাজ
হে আচার্য্য!
ভাগ্যলিপি অবশ্য ভুঞ্জিব জগতে।

দ্রোণ। শুন রাজা কহিতেছি পুন,(এ) প্রাচীন বয়সে
অস্ত্র ধরিবারে নারি,
রণহেতু ভীমার্জ্জুনে
কেমনে আহ্বানিব আমি?
হের পক্বকেশ লোলচর্ম্ম মম
দৃষ্টিহীন প্রায় আঁখিদ্বয়
ইন্দ্রিয়গণ স্বকার্য্য সাধন অক্ষম।

কহ তব নারায়ণী সেনাগণে,
সুশর্ম্মা নায়ক যার—
কহ তা'সবারে ডাকি রোধিতে অর্জ্জুনে।
(স্বগত) ওহো! ব্রাহ্মণ আমি ব্রহ্মচর্য্য ভুলি
ভাগ্যদোষে ক্ষত্রিয় ব্রত করিনু গ্রহণ;
হায়, যেই হস্তে দেবকূল তুষ্ট হেতু
যাগ, যজ্ঞ করেছি সাধন,
সৃষ্টি স্থিতি হেতু পুজিয়াছি নারায়ণে,
সেই হস্তে, তীক্ষ্ণ ধনুর্ব্বাণ ধরি
নরকুল করিতেছি সংহার।
ওহো ধিক্ এ জীবনে মম,
নাহি জানি কোন পাপে রাজাশ্রয়
করেছি গ্রহণ।

(প্রস্থান।)

দুর্য্যো। অধীর অন্তর মম,
গ্রহ দোষে কুবাক্য কহেছি আমি
ব্যথা দি'ছি আচার্য্য অন্তরে;
যাই এবে চরণে ধরিগে তাঁর।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ।)

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। ওহো! শুষ্ক পত্র সম
উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রণে
হীনবল সৈন্ধবীয়চমূ
অধীর রথীন্দ্র কুল অধীর অন্তর।
ওহো! মোহমদে মত্ত মানবের মন
পার্থিব সুখের হেতু হারায় সকলি
হারায়েছি প্রাণের পুত্তলি মোর;
ফেটেযায় পরাণ আমার
হেরিলে সে রণস্থল।

ভানুমতীর প্রবেশ।

ভানু। এতদিনে ভাঙ্গিয়াছে কপাল মম,
অভাগিনী আমি ভাগ্যদোষে
সহি পুত্র শোক;
পূর্ব্বজন্মে পুত্রহত্যা করিয়াছি আমি
তাই বুঝি সহি এ হৃদয় জ্বালা।
হায় নাথ! যবে বাঁধিয়াছে এ কাল সমর
নিত্য প্রাণ কাঁপিত আমার,
শূন্যশির পুত্র দেহ দেখে'ছি স্বপনে

ফলিয়াছে বিধাতার লিপি।
তবু নাথ! মিটিল না যুদ্ধআশা তব।

দুর্য্যো। মিটে নাহি প্রিয়ে,
শোণিত পিপাসা আশা মেদিনীর
কালি পুন বাঁধিবে সমর
রক্তে রক্তময় হবে রণস্থল।

ভানু। নাহি জানি কোন হেতু যুদ্ধআশা
পুন উঠে তব হৃদয় মাঝারে?
হের, নর নারায়ণ, মিলিয়াছে দুইজন,
যুঝিতে সমরে;
সদা করি ঘোর রণ, নাশে সেনা অগণন,
কার সাধ্য বারে;
ত্যজ নাথ! যুদ্ধ আশা, ত্যজ এ দারুণ তৃষা,
রক্ষা কর দাসীর মিনতি।

দুর্য্যো। নর নারায়ণে বাদী আমি।
করেছি প্রতিজ্ঞা প্রিয়ে অবশ্য পালিব
ভাগ্যে যা'থাকে ঘটিবে;
নর নারায়ণ কোন ছার,
আসে যদি তিনলোক
যুঝিতে বিক্রমে বিপক্ষের রক্ষাহেতু
তৃণবৎ কাটিব তাদের শির।

(দূরে পাঞ্চজন্যের শব্দ।)

ধিক্ মোরে,
শত্রুদল ঘেরি'ছে কটক চৌদিক

আমি বামা সাথে রয়েছি বসিয়ে;
যাই প্রিয়ে এখনি আসিব ফিরে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্রমোদ উদ্যান)

কুলবালাগণ।

মল্লার—তেতালা।

ডাকিল পিককুল কুহু কুহু ব'লে;
আইল ফাগুন দিন চল লো স্বজনি কুঞ্জে।
আয় আলি ফুল তুলি
দিব ঢালি মদন চরণ তলে।
হের লো বিমল, শতদল,
টল টল জল হিল্লোলে;
বহিছে সমীর অধীর সর সর তর তর
নাচিছে খেলি'ছে ফুলে ফুলে।
আয় আয় সহচরী নাচয়ি নাচয়ি
বসন্ত ধ্বজা তুলে,
নাচয়ি গাও, গাওলো জয়
জয় জয় ঋতুপতি বোলে।

প্র-কু। সখি! কোন হেতু বাঁধিয়াছে রণ পুন?

দ্বি-কু। অন্যায় সমরে বধেছে কুমারে
সপ্তরথী মিলি তাই বাঁধিয়াছে রণ
শুনিয়াছি প্রতিজ্ঞা ক'রেছে পার্থ
নাশিবারে বীর জয়দ্রথে।

তৃ-কু। সমরে আনন্দ বড় মনে
চল সখি যাই রণস্থলে।
শুনিয়াছি নারায়ণ আপনি
সারথি অর্জ্জুন রথে।

দ্বি-কু। কুলনারী মোরা রণে কোন কাজ?

কালেংড়া—জলদ্ একতালা।

আয় আয় লো সখি দেখিবি তোরা
সাধের কানন মোর;
সে কাননে কুসুম ফুটিয়া
মলয় বহি'ছে সুরভি লুটিয়া রে;
সেথা, জ্যোছানা ফুটে, তটিনী ছুটে,
প্রমোদ কানন করিয়া ভোর।
আয় আয় সখি! আয় লো হেথা,
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম মিলি দুজনে রে;
সুখে, গাঁথিব মালা, গণিব তারা
প্রেমামোদে কাননে মোর।
আয় আয় সখি! গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ;

খেলিব দু'জনে প্রাণের খেলারে ;
প্রাণে, রহিবে মিশি দিবস নিশি
আধ আধ ঘুমঘোর।

(গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

জয়দ্রথ।

জয়। আকুল পরাণ মম—
ইন্দ্রের তনয় কালি বধিবে নিশ্চয় ;
পড়িয়াছি নিদারুণ কোপে তার ;
হায়! দানব মানব দেব কে রক্ষিবে মোরে ?
হে দয়াময় বিপদ-বান্ধব, পতিত-পাবন !
পড়িয়াছি পার্থ কোপানলে—
রক্ষা কর মোরে এ ঘোর বিপদে।
লুকাও চন্দ্রমা গভীর জলদ জালে
ছড়াও আঁধার রাশি পৃথিবী মাঝারে
ঢাক জয়দ্রথে।
ভূধর কন্দর পর্ব্বতের গুহা—
স্থান দেহ মোরে,
লুকাই এ পাপ জীবন আমার।
নাহি চাহি বীর বলি দিতে পরিচয়
জগত মাঝারে,

কিম্বা উড়াইতে সুনাম কেতন !
ওহো ! নাহি স্থান মম
শিশুঘাতী পাপী আমি
রঞ্জিত শিশুর রক্তে দুই হস্ত মোর !
ত্র্যম্বকে করিয়া জয়
পাশুপত মহাঅস্ত্র লভেছে যে জন,
কি ছার তাহার কাছে কর্ণ শল্য
চিত্রসেন আদি।

দ্রোণের প্রবেশ।

প্রণমি ওপদে দেব।
পড়িয়াছি দুরন্ত সাগর গর্ভে
হে কর্ণধার !
রক্ষা কর ক্ষুদ্র জীবনের তরী ;
রক্ষা কর জয়দ্রথে।
ক'রেছে প্রতিজ্ঞা পার্থ
বধিবারে পুত্রঘাতী অরি—
অস্ত না হইতে ভানু।
ঐ শুন দেব ! বাজে পাঞ্চজন্য কেশবের মুখে !

(দূরে পাঞ্চজন্যের শব্দ।)

দ্রোণ। কি ভয় তোমার বীর ! কেন ভাব অকারণ,
আচার্য্য রক্ষিবে তোরে !
হে সিন্ধুর কুমার ! মনেতে জানিও স্থির
হেন বীর নাহি এ জগতে ;

দানব, কিন্নর কিম্বা দেবের মাঝারে
পারে নাশিবারে আমার রক্ষিত জীবে।
শুন প্রতিজ্ঞা আমার
যত দিন জীয়ে থাকিব জগতে
পিতা পুত্রে রক্ষিব তোমারে।

জয়। বিপদে কাণ্ডারি তুমি দেব!
কর রক্ষা জীবন আমার।

দ্রোণ। কি ভয় তোমার বীর!
চিরকাল নাহি কেহ থাকিবে এ ভবে;
কালে রাবণ নিধন,
কালে বীর মেঘনাদ আর্ত্তনাদ করি
গেছে চলি স্বর্গপুরে।
কৌরব পাণ্ডব বৃষ্ণি অশ্বথামা
আচার্য্য তোমার, কালচক্রে করিবে শয়ন;
তবে যুদ্ধ আশা কেন ত্যজ বীর?
বীর তুমি, বীরকার্য্য হেতু
ছার দেহ ত্যজিবারে কেন কর ভয়?
কঠোর তপস্যা করি লভে যে ফল তপস্বীগণ—
পাল বীরধর্ম্ম অবশ্য পাইবে তাহা।
কেন ডর ধনঞ্জয়ে?
রক্ষিব তোমারে বীর—
করিব ব্যূহ অপূর্ব্ব সাজন,
সহসা নারিবে পার্থ প্রবেশিতে
তাহার মাঝারে।

কার্য্য, কার্য্য মাত্র সার—
কার্য্য কর—অক্ষয় থাকিবে ভবে।
আগুবাড়ি যাহ রণে
কাটি কর খান খান পাণ্ডবের দল
রুধিরে ভাসাও মেদিনী—
পাল বীর ধর্ম্ম, বীর কার্য্য দেখাও জগতে।

জয়। দেহ পদধুলি দেব! পালিব আদেশ তব
ভাগ্যে যাহা থাকে অবশ্য ঘটিবে।
করিনু প্রতিজ্ঞা প্রবেশিব রণে,
নাশিব পাণ্ডব সেনা, বীর ধনঞ্জয়ে
করিব পাণ্ডবহীন মেদিনী
সহায় মাত্র চরণ তোমার।
যদি না পারি পালিতে প্রতিজ্ঞা মম
আর জয়দ্রথ নাম কেহ না শুনিবে ভবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(শ্মশান।)

ডাকিনী চতুষ্টয়।

১ম। রক্তে পূর্ণ হবে ধরা।

৩য়। শুনি এ বারতা তোর
আনন্দে পরাণ নাচিছে আমার।

২য়। রক্ত খাব মড় মড়াব
আসাড় দাঁতের হবে সাড়।

৪র্থ। পূর্ণ হবে উদর আমার,
রক্তে নদী হবে বহা
স্রোতের টানে ভাসবে গা,
স্রোতের মুখে পড়্‌ব গিয়ে
পেট ভরাব শুয়ে শুয়ে।

১ম। চোক বুঝিয়ে হাঁ ক'রে
থাক্‌ব প'ড়ে শ্মাশান ঘরে ;
পেটের ভরে ছুদিন ধরে,
থাকব শুয়ে মড়ার পায়ে।

সারঙ্গ—একতালা।

টুপ টাপ্ লক্ লক্ টপ্ টপ্
পিয়িব রুধির প্রাণ ভ'রে,
হাঁ করে ছুটিব ধারে ধারে,
কচি কচি কচি,
হাড়ে মাসে হাড়ে কামড়ে কামড়ে,
হাসি হাসি হাসি, খাব চুসি চুসি,
ভাজা খাজা হাজা ভাজা ভাজা
হন্ হাস্ চুস্ চাস্, রাম্মা রাম্মা
তপ্ত রক্ত খাব প্রাণ ভ'রে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।
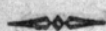
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! নাহি জানি কোন হেতু
কঠোর প্রতিজ্ঞা হেন করিয়াছ তুমি?
কহ কে দিল হেন মন্ত্রণা তোমারে?
স্মরি প্রতিজ্ঞা তোমার
আকুল পরাণ মম,
ভাবিয়া না পাই কেমনে রক্ষিব তোমারে।
হায়, না পার পালিতে যদি প্রতিজ্ঞা তোমার
অস্ত না হইতে ভানু,
হাসিবে জগৎ হাসিবে কৌরবের দল।
পারি ত্যজিবারে পরাণ আমার
তবু, নাহি পারি ত্যজিতে তোমারে;
কায়া কভু ছায়া ছাড়া নয়।
বড়ই আকুল সখে! হৃদয় আমার,

স্মরি নিদারুণ প্রতিজ্ঞা তোমার,
প্রেরিলাম চর কৌরব শিবিরে;
এই মাত্র ফিরি আসি কহিল আমারে
শুনিয়াছে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা তোমার;
পশিয়াছে পাঞ্চজন্য গভীর নিনাদে
কৌরব কটকে, তাই স্তম্ভিত অধীর
আজি কৌরব সমাজ।
ভয়ে ভীত জয়দ্রথ,
যাচি সবাকার পাশে,
লভিয়াছে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণের সহায়।
করেছে প্রতিজ্ঞা দ্রোণ— আচার্য্য তোমার
করিবে ব্যূহ আশ্চর্য্য সাজন
রক্ষিবারে জয়দ্রথে।
কর্ণ, ভুরিশ্রবা, বৃষসেন, শল্য আদি
ছয় জন বীর আশুবাড়ী প্রবেশিবে রণে;
ব্যূহদ্বার রক্ষিবে আচার্য্য তোমার।

অর্জ্জুন। জানি আমি অমিত বিক্রম শালী
ছয় জন রথী;
কিন্তু হেন বীর নাহি এ জগতে
রক্ষিবারে জয়দ্রথে।
অস্ত্রস্পর্শ করি কহিয়াছি যাহা
অবশ্য পালিব প্রতিজ্ঞা মম।
ছার আচার্য্য আমার,
রাখিবারে পুত্রঘাতী অরি

যুঝে যদি অসুরারি দল বলে,
ইন্দ্র চন্দ্র যুগ্ম অশ্বিনীকুমার
রুদ্র, বসু, বিশ্বদেব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব,
পিতৃলোক, দিক্‌পতি, সাগর, পর্ব্বত,
স্থাবর, জঙ্গমগণ;
তবু, মম সত্য বিফল না হবে কভু।
ওপদ প্রসাদে নাশিব সমরে
অসংখ্য কৌরব সেনা;
হেরি শোনিতের স্রোত
ছিন্ন হবে আচার্য্য হৃদয়।
শুন নারায়ণ! পুন করিতেছি পণ
পাপাত্মা আচার্য্য মম চাহে যদি
রক্ষিবারে জয়দ্রথে,
অগ্রে আক্রমিব তাঁরে;
বাণে বিদ্ধ পর্ব্বতের চূড়া সম
ছিন্ন শির পড়িবে কৌরব।
দারুণ আয়াস বলে লভিয়াছি
ইন্দ্র, রুদ্র, যম, কুবের নিকটে যেই অস্ত্র,
দেখাইব জগত মাঝারে,
অস্ত্রে অস্ত্রময় হবে রণস্থল।
ঘোর রবে ডাকিবে গাণ্ডীব—
অসুর-ঘাতী দেবঅস্ত্র
প্রাণ ভরে কৌরব রুধির
অবশ্য করিবে পান।

অস্ত্রের প্রভাবে মহাঅস্ত্র যত
ভস্ম রাশি হ'বে;
পশুবৎ ছেদিব পুত্রঘাতী অরাতির শির।
আমি যোদ্ধা গাণ্ডীব সহায়,
নারায়ণ তুমি সারথি আমার,
ভগবান্ কারে ডরি আমি ?
দেখিয়াছ স্বচক্ষে পরাক্রম মম
তবু নাহি জানি হে কেশব!
বার বার কেন ভর্ৎস মোরে।
সাগরের বারি চাঁদের কিরণ সম
স্থির প্রতিজ্ঞা আমার;
যাচি এই মাত্র তব পাশে,
প্রসন্ন বদনে দেহ আজ্ঞা হৃষিকেশ!
প্রবেশি সমরে নাশি শিশুঘাতী অরি মম;
মনেতে মানিও স্থির মরিয়াছে
পাপী জয়দ্রথ মম শরে।
পুন এক শিক্ষা মম আছে এ হৃদয়ে
হে হৃষিকেশ!
যবে রাঙ্গা রবি ছবি উঠিবে গগণে
পূর্ব্ব দ্বার ভেদি;
সজ্জিত সায়কগর্ভ রথ মম
আনিও শিবির মণ্ডপ দ্বারে।

কৃষ্ণ। চল পার্থ মহাব্রত সাধনের হেতু।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

সহ। হায় ভাই!
কি পাপে হইনু হীন বল মোরা
সে দারুণ সমরে বুঝিতে না পারি;
পারি বাহুবলে,
দিতে রসাতলে কৌরবের দল;
তবু নারিনু ভেদিতে চক্র;
অস্ত্র ভার লাগিল গুরু
ব্যর্থ হ'ল বাণ মম।

নকুল। দেখ নাহি ভাই,
বাণে বাণে ছাইনু গগণ,
পুন বাণ কৈনু সম্বরণ
মাতৃ অনুরোধ হেতু।
আর ভয় নাহিক রে ভাই সেই হেতু,
জননী চরণ ধরি প্রসন্ন করেছি তাঁরে;
কর্ণ মহাবীর দেখিব কেমন।

সহ। দাদা! কি কাজ বিলম্বে হেথা,
চল যাই কইগে ধর্ম্মরাজে
না দেখিনু পাণ্ডবের সখা।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কৈলাস পর্ব্বত।)

মহাদেব নন্দী ও দুর্গা।

দুর্গা। নন্দি ! যোগে মগ্ন রয়েছে মহেশ
কহিও তাঁহারে নাহি ভাং ঘরে আজি।

নন্দী। ঘুরে ঘুরে কত ঘুরে,
এলি তুই ম্যা কৈলাসপুরে ?
কোমল দুটি রক্ত কমল
তোর ওই মা চরণ যুগল,
আস্‌তে হেথা লেগেছে ব্যথা
পাহাড় দিয়ে চ'লে চ'লে ?
শাদা ঘোড়া বলদ ঘোড়া
বল মা কিসের তরে আছে তারা ?

দুর্গা। নন্দি ! কষ্ট নাহি হইয়াছে মম।

নন্দী। দেখিছিস্ মা বাবার খেলা,
শক্তিধর শক্তি ছলা ;
মড়ার মাথায় সিদ্ধি ঢেলে
ভূতের সাতে মিলে জুলে,
হাপুর হাপুর কতই খেলে,
নেশার ঝোঁকে পাগল সাজ,
সেজেছে বাবা সকাল হ'তে।

দুর্গা। দেখিয়াছি তাহা বাছা ;
শ্মশান নিবাসী পতি মম

তবু ত্যজি এ শ্মশান ভূমি
বুঝিতে না পারি কেন থাকি ঘরে আমি ?
বুঝায়েছি জয়া বিজয়ারে,
অবোধ সন্তান তারা নাহি শুনে কথা মম।
যোগে মগ্ন তাপসেন্দ্র আজি
কেমনে ভাঙ্গিব হরের যোগ ;
ভয় হয় পাছে
যোগভঙ্গ পাপে লিপ্ত হই দুস্তর নরকে।
হর হর মহাদেব।

মহা। কেন হে নগেন্দ্রনন্দিনি !
গতি আজি হেথা তব ?
কেন অসময়ে হৃদয় প্রভাততারা
উদয় আকাশ পথে ?

দুর্গা। হে শঙ্কর ! কে পূজে আমারে
মানসোপচারে ভক্তিপুষ্প দিয়া,
নয়ন আসারে সিক্ত জবাদল
দিতেছে ঢালিয়া সদা পদে মম।

মহা। দুর্গতি হারিণী নাম তব নাহি জান সতি !
কে পূজে তোমারে এ বিপত্তি কালে
সদা ডাকে বদন ভরিয়া
(আশিব নাশিনী তুমি,)
দুর্গা দুর্গা বলি।
ইন্দ্রের তনয় বীর ধনঞ্জয়,
নাশিবারে পুত্রঘাতী অরি জয়দ্রথে

খুজিঁছে তোমারে;
হে শক্তি রূপিনি! মম বরে জয়দ্রথ,
বধিয়াছে অন্যায় সমরে
অস্ত্র হীন ছিন্নবর্ম্ম শিশু তারঃ

দুর্গা। জানি আমি পাপীর আশ্রয় তুমি।

মহা। সতি! প্রাক্তনের লিপি অবশ্য ফলিবে।

দুর্গা। রক্ষা কর দয়াময় ইন্দ্রের তনয়।

মহা। দিব মহাঅস্ত্র তারে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শ্মশান।)

পিশাচ চতুষ্টয়।

১ম। হি হি হিল্লী হিল্লী কিল্লী কিল্লী ক, ক, ক,
কার মাথা এটা, হি হি হি হ হ হ।

২য়। রক্ত খাব হাড় চিবাব,
মড়ার মাথায় পেট ভরাব।

৩য়। বড়ই সমর বাঁধবে কাল।

৪র্থ। নর মাংসে ভরাব গাল।

১ম। গিল্লী গিল্লী ফেল্লী ফেল্লী হ, হ, হ।

২য়। পেটের উপর দিয়ে ঠ্যাং,
হাত পা ধরে মারব টান,

দুই হাত দিয়ে চিরব বুক,
গোটা খেলে পাব সুখ।

৩য়। বড়ই মজা সুখের কথা
রাত পোহালে মড়ার মাথা।

১ম। কাঁচা খাব পাকা খাব
কাঁচায় পাকায় পেট ভরাব।
গোটা ছেলে গিলে খাব
মেয়ে গুলো ছেড়ে দিব।

২য়। কাঁচা খাব পাকা খাব
কাঁচায় পাকায় পেট ভরাব।
দেরি ত আর সহেনা ভাই,
চল সবে মিলে যুদ্ধে যাই।
কাঁচা খাব পাকা খাব
কাঁচায় পাকায় পেট ভরাব।

(নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কৈলাস পর্ব্বত।)

মহাদেব, নন্দী ও নারদ।

গৌরী——পটতাল।

নারদ। জয় শিব শঙ্কর, গৌরী মনোহর,
উমা-হৃদি-রঞ্জন হে;

ভুবন পাবন, যম ভয় বারণ,
যোগীশ্বর জীবন হে।
মদন মথন মন, ত্রিভুবণ তারণ,
সৃজন পালন কারণ হে;
সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,
পতিত পাবন হে।

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। নমি দেবঋষি, হে যোগেশ! তব পদে।
পূজ পঞ্চাননে তুমি।

অর্জ্জুন। সর্ব্ব রুদ্র পশুপতি, শান্তক অন্ধকঘাতী,
নীলগ্রীব হবিষ্য পিনাকী!
সত্য বিভু বিলোহিত, ধূম্র ব্যাধ অপরাজিত,
উগ্রমুণ্ড কপর্দ্দী মহাদেব!
নিত্যনীল শূলধারী, বৃষধ্বজ ব্রহ্মচারী,
বেদমুখ সেবনীয় প্রভু!
দিব্যচক্ষু হর্ত্তা পাতা, তিননেত্র বসুরেতা,
বৃষধ্বজ মখঘ্ন ঈশান!
বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বব্যাপী, শঙ্কর ভক্তানুকম্পী,
হাড় মাল চর্ম্ম পরিধান।
সর্ব্বদেব তুমি স্তুত, ভীম ব্রহ্মণ্য অজিত,
অচিন্ত্য অব্যক্ত পরাক্রম;
সৃষ্টি স্থিতি হয় লয়, সর্ব্বাশিব শিব হয়,
সর্ব্বার্থ সাধকের পরম।

প্রজাপতি বিশ্বপতি, বাক্য মহতের পতি,
জয় দেব কার্ত্তিকের পিতা।

মহা। কহ নারায়ণ ! কুশল তোমার ?

অর্জ্জুন। বধিয়াছে পুত্র মম অন্যায় সমরে
বীর জয়দ্রথ, দেব বলে বলী সেইজন ;
তাই দেব ! আসিয়াছি দিব্যঅস্ত্র আশে
নাশিবারে পুত্রঘাতী অরি মম ;
কৃপাকর দেব ! অভাগার প্রতি,
নহে পাপ মুখ না দেখাব আর
জগৎ মাঝারে,
ত্যজিবে পরাণ আজি কিঙ্কর তোমার ;
না পারে নাশিতে যদি পুত্রঘাতী অরি।
কি না জান তুমি দেব !
সত্য হেতু সহিয়াছি বহুতর ক্লেশ,
সত্য হেতু দেখিয়াছি সতী অপমান ;
রজস্বলা এক বস্ত্রা দ্রুপদ কুমারী
কেশে ধরি সতীনারী করে অপমান।
বিরাট ভবনে অজ্ঞাতবাসে,
ছিনু মোরা পঞ্চভ্রাতা ছিল দ্রৌপদী তথায়,
সূতপুত্র—কীচক মদনে মাতি
করে ছিল পদাঘাত।
দেখিয়াছি স্থির নেত্রে,
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে ফুটে নাহি মুখ ;
ঝরিয়াছে বারি নয়ন কোণায়,

শিরায় শিরায় রক্ত উঠিয়াছে ফুটে,
হীনমতি কাঁদিয়াছি বালকের মত।

মহা। হের দেব-সরোবর র'হেছে অদূরে
নিহিত তাহার গর্ভে,
অসুরঘাতী দিব্য ধনুর্ব্বাণ মম;
যাও দোঁহে কর গ্রহণ তাহারে।
নন্দি! দেহ দেখাইয়া দেব সরোবর।

(কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও নন্দীর প্রস্থান।)

যাই আমি মলিন প্রভাত-তারা রয়েছে যথা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(দেব-সরোবর।)

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও নন্দী।

অর্জ্জুন। কি সুন্দর স্থান,
নেহারি জুড়ায় অন্তর মম।
পদ্ম কিশলয় স্তরে স্তরে রহেছে ফুটিয়া,
চক্রবাক্, চক্রবাকী, হংস, বক আদি
খেলিতেছে সরোবরে আনন্দ অন্তরে,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি মম;
ঝুরু ঝুরু বহে সমীরণ
কুসুম বিলায় সৌরভ চৌদিকে।

কৃষ্ণ। নেহার অদূরে পার্থ! শার্দ্দুল হরিণ
নির্ভয়ে খেলি'ছে মনের আনন্দে।

নন্দী। হের পার্থ! এই দেব-সরোবর।

অর্জ্জুন। নন্দি! কোথা রিপুকুল-ঘাতী দেব শরাসন?
হে পাণ্ডব-বান্ধব!
হের দেব-সরোবর মাঝে, রহিয়াছে
অনল উদর গর্ভ ভীম মহোরগ;
কহ হে কেশব! কেমনে ধরিব উহারে?

কৃষ্ণ। স্মর মহাশক্তি তুমি।

অর্জ্জুন। হের দেব! অপূর্ব্ব মহিমা,
হলাহল গর্ভ পন্নগ যুগল
বাসুকীর সমা,
রিপুকুলঘাতী তেজোময় ধনুর্ব্বাণ রূপে
হ'লো পরিণত, দেবীর প্রভাবে।

কৃষ্ণ। কর সখা গ্রহণ উহারে;

(অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ)

চল নন্দি! দেবেশ সদনে পুন।

নন্দী। চলদেব যাই কৈলাসপুরে।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(কৈলাস পর্ব্বত।)

মহাদেব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। আনিয়াছি দেবঅস্ত্র স্পর্শ কৈলাস ঈশ্বর।

(একজন ব্রাহ্মণের ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ)

হের নারায়ণ! কোথা হ'তে
ব্রহ্মচারী আসি ধরিয়াছে ধনু,
প্রসারি দক্ষিণ পদ কোদণ্ড টঙ্কারি,
মড় মড়ে নিক্ষেপিলা ধনুর্ব্বাণ পুন
দেব-সরোবর মাঝে।
কহ নারায়ণ! কি হবে উপায়;
পুন ধনুর্ব্বাণ ধরিল বুঝি পন্নগ রূপ
সলিল পরশে।

কৃষ্ণ। পার্থ! দেখিয়াছ কেমনে ধরিলা ধনু
নিক্ষেপিলা শর ব্রহ্মচারী?
কৈলাস ঈশ্বর তুষ্ট তব প্রতি।

অর্জ্জুন। হায় দেব! কোথা গেল
পিঙ্গলাক্ষ ধূম্রবর্ণ ব্রহ্মচারী!

কৃষ্ণ। তুষ্ট পশুপতি তব প্রতি।

মহা। ধর পার্থ! মহাঅস্ত্র,
সফল হউক প্রতিজ্ঞা তোমার।

(মহাদেবের প্রস্থান।)

কৃষ্ণ। চল সব্যসাচি! আপন শিবিরে।

(সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(শিবির।)

যুধিষ্টির, ভীম, নকুল, সাত্যকি প্রভৃতি।

যুধি। বিদীর্ণ হ'তেছে হৃদয় মম ;
হায়, দাবানল সম ছার রাজ্য লোভ হেতু
গৃহভেদী এ কাল সমর জালিয়াছি আমি,
ওহো ! পাপে পূর্ণ পৃথিবী আমার দোষে।
হুতাশন সম দুর্ম্মদ নারায়ণী সেনা,
ভাবিয়া না পাই একা সব্যসাচী,
কেমনে যুঝিবে তা'দের সাথে ;
পালিবে প্রতিজ্ঞা তা'র অস্ত না হইতে ভানু।
হায় ! যে কাল রণে হারায়েছি প্রাণের কুমার,
(পাণ্ডবের বংশধর— অভিমন্যু মোর ;)
সেই রণে পুন পাঠাইতেছি
কনিষ্ঠ সোদরে মম ;
ভগবান্ ! অনুতাপে দগ্ধ হৃদয় আমার।
সূর্য্যদেব ! কত তাপ তব করে,
শোষ তুমি সাগরের জল
দাবানল তোমার কারণে ;

নয়নের জল মম না পার নিবাতে,
না পার
নশ্বর এ কায়া করিতে দাহন।
রাজ্য, ছার পার্থিব বিভব;
বব বনে বাকল বসনে ভিখারীর সম
ফিরিবরে চিরকাল চারি ভ্রাতা মিলি।

নকুল। দাদা! দেহ আজ্ঞা মোরে
ঝাঁপ দেই সমর তরঙ্গ মাঝে,
রণ রঙ্গে সদা মতি মম।
বাণে পূর্ণ তুণ শূন্য করি সে তুণের গর্ভ
এড়ি বাণ অরিদল মাঝে;
বায়ু সম গতি প্রবেশিবে অরিদল মাঝে,
বিন্ধিবে নারায়ণী সেনা;
বাণে বিদ্ধ পর্ব্বতের চূড়া সম
পড়িবে কৌরবের দল;
হেরি সে শোনিত স্রোত
প্রাণ জ্বালা পারিব ভুলিতে।

ভীম। মারি অরি নাশিব হৃদয় জ্বালা
সে দারুণ জ্বালা যদি পারিরে নিবাতে।
নিত্য দহে প্রাণ অভিমন্যু হেতু;
নিত্য জাগে হৃদয়ে আমার
দুঃশাসন শোনিত পিপাসা আশা।
দেব! কত অপমান সহিয়াছি
তব অনুরোধে,

অপমানে পূর্ণ এবে ভীমের হৃদয়,
অনুরোধ আর না রক্ষিবে ভীম।
যায় যাক্ রাজ্য পাণ্ডবের ধন মান,
নীচ মনে উচ্চ কথা অসহ্য ভীমের হৃদয়ে।

সাত্য। দেহ আজ্ঞা রাজা! যাই রণ হেতু;
একা আমি রোধিব কৌরব বাহিনী,
রোধে যথা শিলা রাশি সাগরের স্রোত।
করি মহামার বায়ু সম গতি
প্রবেশি অরিকুল মাঝে,
ছার খার করিব কৌরব সমাজ।

সহদেবের প্রবেশ।

সহ। দেব! নারায়ণ রয়েছেন দাঁড়ায়ে
শিবির মণ্ডপ দ্বারে।

যুধি। যাও ভাই আন ত্বরা করি তাঁরে শিবির ভিতর;
হেরি শ্রীমধুসূদন জুড়াই অন্তর মম।

(সহদেবের প্রস্থান।)

কি পরিতাপ অন্তরে আমার,
নর জন্মে চিরবাঞ্ছ যে চরণ,
যে চরণ হেরি ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ
মহাফল লভে নর;
সে চরণ হেরি নিত্য বাড়ে বিষাদ অন্তরে।

সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বিপদ-বান্ধব দয়ার-নিদান,
রক্ষা কর পাণ্ডব সমাজ,
রক্ষা কর অনুজে আমার;
বর প্রভু দেহ পার্থে!
সফল হউক প্রতিজ্ঞা তাহার।

কৃষ্ণ। ধর্ম্ম জ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি
কেন ডর অরিরে, অবশ্য জিনিবে পার্থ।
বিশ্বজয়ী ভ্রাতা তব,
ছার কৌরবের রণে কেন ডর তুমি।

যুধি। নারায়ণ! অর্পিলাম তব পদে
কনিষ্ঠ সোদরে মম,
কৃপাময়! রক্ষা কর পাণ্ডব জীবন।
সহায় সম্পদ বল অতুল বিক্রম
সকলি ও রাজীব পদে;
নিত্য মোক্ষ নিত্য ধর্ম্ম
পাণ্ডবের ভরসা মাত্র ও রাঙ্গা চরণ।
তব পদে অর্পি প্রাণ মন
আছে স্থির পাণ্ডব জীবন;
ভাবি নিত্য মনে মনে,
শোক দূরে যাবে তোমার আশ্রয়ে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। হে মধুসূদন!
এক চিন্তা দহিতেছে অন্তর মম নিরন্তর;
তাই দেব! আত্ম কার্য্য তেয়াগিয়া
পুন আসিয়াছি হেথা;
হে কেশব! নিত্য পূজি মানস মন্দিরে
হৃদে রাখি ওচরণ কমল,
জন্মাবধি শিখি নাহি ডরিতে অরিরে।
যুঝে যদি তিন লোক কৌরব সহায়ে,
মূহুর্ত্তে শ্রীহরি পারি বিমুখিতে সবে,
সঞ্চারে শিরায় বল যবে হেরি
হে শ্রীনিবাস! তোমারে সারথি রূপে
কিন্তু,
হে যাদবেন্দ্র! কহ মোরে,
সগর প্লাবনে যবে ছুটিবে কৌরব
পাণ্ডবের মান লাঘবের হেতু,
কিম্বা রমানাথ! ধরিতে রাজায়,
একা সাত্যকি কত মহারথে বারিবে বিক্রমে?
তোমার শিক্ষিত দুর্ম্মদ সেনা,
নারায়ণ সম জনে জনে,
যবে ছুটিবে তারা কৌরব শিবির হ'তে
হে মহারথ!

কেমনে বুঝিবে বীর বুঝিতে না পারি;
দয়াময়! আশঙ্কা হতেছে মনে কি হবে সমরে।

কৃষ্ণ। হওনা অধীর পার্থ!
একা সাত্যকি রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে ;
নাহি বীর সাত্যকির সম বৃষ্ণি বংশে আর।

(অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

হের আসিছে উত্তরা সুভদ্রার সনে।

উত্তরা ও সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। হও স্থির জননি আমার!
সুখ দুঃখ নর ভাগ্যে বিরাজে নিরন্তর।

উত্তরা। মা গো! পূর্ব্ব স্মৃতি দহে এ হৃদয় মম
ধৈরজ ধরিতে নারি প্রাণে।
ওহো! একে একে পড়িতেছে মনে
ভিখারী ব্রাহ্মণ কথা,
যবে পূর্ণ হ'ল অজ্ঞাতবাস
বৃহন্নলা ছাড়িল আমায়।
কাঁদিয়াছি সেই দিন,
পুন ভাঙ্গিয়াছে কপাল মম।
হে কেশব! দেবেন্দ্র-মানস-মণি!
কহ কোন পাপে হারাইয়া পতি মম,
চির কাল রহিনু কাঁদিতে ভবে।
দেব! কত সাধ ধর হৃদে বুঝিতে না পারি;
কাঁদায়েছ যথা গেছ তুমি,

কাঁদায়ে দেবকী, নন্দের আলয়ে গেলে হরি ;
নৃত্য করি গোঠে গোঠে,
খেলিলে প্রাচনী লয়ে রাখালের সনে,
আকুল করিলে তুমি গোপিনীর প্রাণ।
যমুনা পুলিনে বাজাতে বাঁশরী কদম্বের তলে
হাসিত কদম্ব তরু চরণ পরশে ;
উছলে উছলে যমুনা লহর
আসিত চুমিতে চরণ তোমার,
নাহি জানি কি মোহজাল করিতে বিস্তার ;
ভগ্নমনে পুন ফিরিত লহরে।
শুনি মুরালী-ধ্বনি কাঁদিত গোপিনী প্রাণ ;
হায়, হায়! কলঙ্ক রটিল আজি দয়াময় নামে।
লোকে কবে চিরকাল বিপদ-কাণ্ডারী আপনি,
সারথি ছিল পাণ্ডবের রথে,
তবু তেজিয়াছে প্রাণ পাণ্ডব-কুমার।
হে কেশব!
আর না দেখাইব মুখ জগৎ ভিতরে,
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ সাগরের জলে।

সুভদ্রা। উতলা না হও জননি! আমার,
তব গর্ভে রহিয়াছে অভিমন্যু সুত,
শোক ত্যজ জননি! আমার, তব শোকে
ব্যথা পাবে অভিমন্যু বংশধর।
ওহো! কি লজ্জার কথা,
সিংহ-শিশু বিনাশিল সিংহের সম্মুখে,

ফেরুপাল সম কৌরবের দল?
হায়! এত দিনে জানিনু নিশ্চয়,
হীনবীর্য্য হইয়াছে পাণ্ডব কুমার;
নহে আজিও জীয়ে জগৎ মাঝারে
অভিমন্যু ঘাতী কৌরবের দল,
পাপ মতি জয়দ্রথ।
হে গাণ্ডীবধারী! ধিক্ তব বাহুবলে!
হীনবল আমা সম তোমরা সকলে!
নহে যার শরে কাঁপিত ভুবন,
কাঁপিত কৌরব দল, দাবানল মাঝে
কুরঙ্গের সম জয়দ্রথ বধিল তাহারে।
হে কেশব!
দেব বলি পূজে জগৎ তোমারে;
শিশুমতি কুমার আমার পূজিত সতত;
পূজাযোগ্য ভাল ফল দিয়াছ হে তারে।

অর্জ্জুন। হে কেশব! দগ্ধ হ'ল হৃদয় আমার।
ভদ্রা! কেন ভৎ র্স মোরে আর,
প্রতিশোধ হেতু আছে স্থির অন্তর আমার।

কৃষ্ণ। ত্যজ শোক সুভদ্রা ভগিনি!
হের পুত্রশোকে অধীর আজি পার্থের হৃদয়।
হে বৎসে উত্তরে! দেব নিন্দা উচিত না হয়
সুখ দুঃখ নিজ ভাগ্যে গুণবতী।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গৃহ।)

জয়দ্রথ ও দুঃশীলা।

দুঃশী। ফুল তুমি ভালবাস নাথ!
সেই হেতু বাছি বাছি অস্ফুট কুসুম,
গাঁথিয়াছি মালা বড় সাধ পরাব তোমারে;
কিন্তু,
হায় নাথ! আশা মম কভু না পুরিল।
দাসী আমি ক্ষুদ্র আশা মম,
আজ্ঞা দেহ মালা পরাইয়া দেই গলে,
কৃতার্থ হউক আজি জীবন আমার।
হায় নাথ! কত দিন আশার কুহকে,
কুসুম চয়ন করি গাঁথিয়াছি মালা,
চাঁদের কিরণ গুলি মালাকারে যেন,
হের শুষ্ক তারা তোমার বিহনে;
সূর্য্য বিনা সূর্য্যমুখি কত দিন জীয়ে?

জয়। জানি অপরাধি আমি,
সেই হেতু আছি প্রিয়ে দাঁড়ায়ে নিকটে;

যথা ইচ্ছা সাজাও আমারে।

দুঃশী। সফল জীবন মম, সফল এ মালা মোর,
তারাকার মালা পরেছে গলায়
নিশাকালে তারা নাথ যেন।

শঙ্করা ছায়ানট——যৎ.

পিওরে পিয়াস ভরে প্রেম সুধাবারি
পরাণ শীতল হ'বে চাতকী তোমারি
বিরহিনী চাতকিনী, তব প্রেমে পাগলিনী,
বহুদিন পরে আজি মিলেছে সুখ সারি
দারুণ বিচ্ছেদ দুঃখ পাসরি।

জয়। এ প্রেমের ধার সুধিব কেমনে, বুঝিতে না পারি ?
চিতানল জ্বলিতেছে হৃদে মোর,
ভস্মে বুঝি মিশাবে জীবন,
কায়া ছায়া মিশাইবে কালের উদরে।
হায় প্রিয়ে! পুন বাধিয়াছে তুমুল সংগ্রাম;
জীবক্ষয় এ কাল সমরে
একা লক্ষ্য পাণ্ডবের আমি।
করেছে প্রতিজ্ঞা পার্থ বধিবারে মোরে;
সেই হেতু
চন্দ্রাননি নিত্য নিরানন্দ দেখ মোরে;
শূন্য হৃদয় আমার শূন্য বুঝি হয় সিংহাসন।

(প্রস্থান।)

দুঃশী। পরমেশ ! রক্ষা কর প্রাণেশে আমার,
ভিক্ষা দেহ প্রাণনাথে আজি
বিনিময়ে সতী প্রাণ দিব ও রাজীব পদে ;
রক্ষা কর পদাশ্রিত জনে কমললোচন।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান।)

দুঃশীলা ও সখি।

দুঃশী। বড় ভয় বিরূপাক্ষে মম ;
পূজিনু দেবেশে অমা নিশাযোগে
অর্ঘ্য দিনু ঢালি ভুতনাথ পদে ;
হায় সখি ! অর্ঘ্য নাহি নিল ভোলা !
পুন ধ্যানে মগ্ন হইলাম আমি,
দেখিনু ভোলা ভয়ঙ্কর বেশ !
নিরন্তর রুদ্রতেজ উগারিছে নয়ন কোণায় ;
ক্রোধে ফুঁসিছে অজাগর।
কটিতটে নাহি বাস অজিন বসন,
ঢুলু ঢুলু রক্ত নেত্র,
ভাঙ্গে ঢোলা নীলপদ্ম আঁখি।
ফিরিছে অদূরে ভুতদ্বয় ত্রিশূল ধরিয়া করে ;

হেরি সে ভয়ঙ্কর বেশ কাঁপিল হৃদয় মম,
বামেতর বাহু কাঁপিল সঘনে।
সহসা উঠিল ঝড় প্রলয় যেমতি,
নিমিষে নিবিল দেউটি—
দেব দীপ দেবের আলয়ে।
ঘোর শূন্য মহাশূন্য দেখিনু জগৎ!

সখি। দেবি!
চিন্তায় কাতর এবে অন্তর তোমার,
চিন্তা হেতু বিহ্বলা প্রকৃতি তব;
শোক ত্যজ চন্দ্রাননি!

দুঃশী। প্রাণ সম ভাল বাসি তোরে,
ভাল বাস তুমি লো আমারে,
যাও তুমি নাথের সমীপে
এ সংবাদ কহ গিয়া প্রাণেশে আমার।

(সখির প্রস্থান।)

জয়দ্রথের প্রবেশ।

নাথ! কেন যোদ্ধৃবেশ?
কাঁদে প্রাণ হেরিলে ও বেশ তব।
শুন প্রাণেশ্বর! পূজিনু মঙ্গলা
শক্তি প্রদায়িনী পুরুষ প্রকৃতি সাথে;
হায় নাথ!
হেরিনু পুরুষ সম্মুখে প্রকৃতি বিহীন।
নেহারি সে মূর্ত্তি,

কাঁপিল অন্তর কাঁপিল জলস্থল;
পূত মনে অর্ঘ্য দিনু ভূতনাথ পদে।
হায়! অর্ঘ্য নাহি নিল ভোলা।
দেখিনু (হে) নাথ! খেলিছে উন্মাদ প্রকৃতি,
অলক্ষণ পদে পদে;
ভয়াকূল পলাইছে দক্ষিণে শিবা।
নাচিল দক্ষিণ আঁখি,
বহিল প্রবল ঝড় ভয়ঙ্কর নাদে।
হেন কালে হল দৈব বাণী "রবেনা কৌরবকূল"।
হায় নাথ! ত্যজি কৌরবের দল,
চল যাই পাণ্ডব সমীপে,
প্রাণ ভিক্ষা মাগিগে দুজনে।
দেবশক্তি যুঝে নিরন্তর
পাণ্ডবের রক্ষা হেতু রণস্থল মাঝে।

জয়। প্রিয়ে ছন্ন মতি তব তেঁই কহ হেন কথা?
ভুলেছ কি প্রিয়তমে জীবন-রতন!
শৈব বর মম?
হায় প্রিয়ে!
কেমনে কহিলে দেবশক্তি যুঝে নিরন্তর
পাণ্ডবের রক্ষা হেতু?
দেবশক্তি! হা হা দেবশক্তি!
কাপুরুষ দেব শক্তি করিবে বিশ্বাস;
কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বথামা, মহারথী সবে
যুঝে রাজার সহায়ে;

ছার সে পাণ্ডব ছার যদুবংশ বীর,
নারায়ণ আপনি যদি আসেন যুঝিতে,
গড়ুরধ্বজ রথে খেদাইব তাঁরে
রণ স্থল মাঝে ;
কদলীর সম কাটিব পাণ্ডব সেনা।
অতুল বিক্রমশালী নারায়ণী সেনা—
সপ্ত অক্ষৌহিনী নারায়ণ ;
নহে শিশুপাল রাজা দুর্য্যোধন,
ননীর পুতলি নহে কৌরব বাহিনী,
তবে কি সাহসে আসিবে যুঝিতে
নারায়ণ কৌরব বিপক্ষে !
শুন দেবি ! দেব বাক্য মিথ্যা কভু নহে ;
কঠোর তপস্যা করি লভিয়াছি যেই বর
অবশ্য ফলিবে তাহা।
নাশিয়াছি অর্জ্জুন তনয়
নাশিব পাণ্ডবে পুন জানিও নিশ্চয়।
পার্থ সাথে কোন অংশে নই আমি উণ,
পুন, আচার্য্য সহায় মম,
এ জীবন রক্ষা হেতু যে চক্র হয়েছে নির্ম্মাণ,
দেব বিনা না পারে লঙ্ঘিতে কেহ।

(দূরে কৌরব সৈন্যের কোলাহল।)

দেবি ! ঐ শুন নাদিছে বিজয় আশে
কৌরবীয় চমূ ;
দেহ আমোদিনি ! বিদায় আমারে।

দুঃশী। এ প্রাণ থাকিতে দিব না যাইতে নাথ!
সমরে তোমারে।
জয়। প্রিয়ে! কোন হেতু উথলা তুমি?
এখনি আসিব ফিরি বিনাশি পাণ্ডবে,
চন্দ্রানন হেরিব আবার;
আমোদিনি যাই আমি!
দুঃশী। কে চাহে অমূল্য ধন
সাগরের নীরে করিতে নিক্ষেপ?
পুরায়েছ অনেক বাসনা
এ বাসনা পুরাও (হে) নাথ!
জয়। শুন দেবি! বাসনা আমার
হয় যদি নারায়ণ সেই,
নারায়ণে হয়ে বাদী কীর্ত্তি-স্তম্ভ রাখিব জগতে।
লোকে কবে চিরকাল নারায়ণ-দ্রোহী জয়দ্রথ
কাপুরুষ নাহি কেহ কহিবে আমারে।

(দূরে সৈন্য কোলাহল।)

ঐ শুন নাদিছে উল্লাসে,
কৌরব বাহিনী যাই প্রিয়ে।

(প্রস্থান।)

দুঃশী। পরমেশ! ভিক্ষা মাগে দাসী চরণে তোমার;
প্রাণ রক্ষা কর হে নাথের।

গনকের প্রবেশ।

গনক। শক্তি— শক্তি— মহাশক্তি;

শক্তি বিচঞ্চল কৌরবের।
নষ্ট চন্দ্র নষ্ট তারা কুদিন দেখিনু বড়;
নষ্ট রাহু মেষের ঘরে।

দুঃশী। প্রণমি হে মহাভাগ! চরণে তোমার;
কোন গ্রহ রুষ্ট দেব! দেখিলে গণনে?

গনক। রাহু শশী সমবায় প্রমাদ ঘটায়
তাহে রোহিনী দিয়াছে যোগ।
আহা! হেরিলে এ সরলার মলিন বদন
ফেটে যায় পরাণ আমার।
এ মৃগাক্ষি ভাসিবে নয়নের জলে
নারিব হেরিতে আমি যাই আত্ম কার্য্যে।
(প্রস্থান।

দুঃশী। রাহু— কেন গ্রহদেব বক্র মোর প্রতি।
আপনি যাইব, বিবাদ মিটাব,
পাণ্ডব চরণ ধরি;
কৌরব রমণী, সিন্ধুর ঘরণী
প্রাণে নাহি কভু ডরি।
দয়ার সাগর যাদবেন্দ্র রথী,
প্রাণ দিব, প্রাণ ভিক্ষা চাব,
দেখি দেবের প্রসাদে যদি রাহু যায়।
স্থির—স্থির সংকল্প আমার,
প্রাণ দিব নাথ-প্রাণ বিনিময়ে।
(প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।
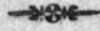
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শিবির সন্নিহিত রণস্থল।)

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ,
দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি।

দ্রোণ। করিয়াছি ব্যূহ অপূর্ব্ব কৌশলে ;
পদ্মাকৃতি ব্যূহ মাঝে সূচিব্যূহ ;
জয়দ্রথ ! থাক পশ্চাতে তাহার।
ধনুর্ধারী কৃতবর্ম্মা দাঁড়াও সূচীমুখে.
পশ্চাতে কাম্বোজ, জলসন্ধ,
রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ আদি কর অবস্থান।
দুর্ম্মর্ষণ সুনিপুণ অশ্বারোহী,
রথ লয়ে দাঁড়াও সম্মুখে ;
পূর্ব্বদ্বারে দাঁড়াইব আমি।
দেখিব জগতে
পদাঘাত করি মস্তকে আমার
হেন শক্তি ধরে কোন জন
লক্ষ্যতার করিবে গ্রহণ ?
ছার কৃষ্ণার্জ্জুন, বৃষ্টি-বংশবীর সাত্যকি !

কৃপা। হে আচার্য্য!
নণীচোর নারায়ণ বলী
কেমনে প্রকাশে বিক্রম দেখাইব আজি
সত্য যদি নারায়ণ সেই
নারায়ণে হয়ে বাদী
স্বর্ণচূড়া কীর্ত্তিধ্বজা রাখিব জগতে।

দ্রোণ। কর সবে ভেরীর আরাব
মেঘের গর্জ্জন সম কর শঙ্খের গর্জ্জন
বীরপদভরে কাঁপুক মেদিনী।

(দূরে শঙ্খের নিনাদ।)

সিন্ধুরাজ! কারে ডর তুমি?
আসেন আপনি যদি বৃষধ্বজ
যুঝিবারে দেব-অস্ত্র লয়ে,
নাশিবারে চক্রব্যূহ সহ কৌরব সমাজ,
উপাড়িয়া গিরিশৃঙ্গ,
ফেলে দেয় ব্যূহের মাঝারে
তবু ব্যর্থ হবে মনস্কাম তার।

দুর্ম্ম। দেখিব, কত বল ধরে পার্থ বাহু
বৃথা গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি তার।
পাণ্ডব শিবির হ'তে ছুটিবে সবেগে
যবে সমর তরঙ্গ,
একা আমি রোধিব সমরে তা সবারে।
সাগর তরঙ্গ রোধে যথা বেলা ভূমি,
রোধিব সংগ্রামে

দুর্ম্মদ প্রতাপশালী বীর ধনঞ্জয়ে।

(রথারোহণে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

নিবাত কবচ নামে ক্ষুদ্রমতি শিশু দুই
বধিয়াছ তুমি সেই হেতু এত গর্ব্ব,
যম তব রহিয়াছে জীয়ে এ জগতে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

অর্জ্জুন। ধন্য বাহুবল এতক্ষণ যুঝ মোর সাথে।
(দুর্ম্মর্ষণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান ও পাঞ্চজন্যের
নিনাদ।)

দুর্ম্ম। এ কি, ! এ কি !
তমোজালে ব্যাপিল ভুবন ;
কে ঢালে আঁধার রাশি নয়নে আমার ?
গর্জ্জে বাণ অনল সমান
বিষবাণে জর জর কায়।

(প্রস্থান।)

অর্জ্জুন। হের হৃষিকেশ !
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া রণ পলায় কৌরব
শঙ্খের নিনাদ শুনি।
নাহি জানি হে সর্ব্বজ্ঞ ! কৌরব-কটকে
তবু কেন বাজে মুহুর্মুহু গভীর গর্জ্জনে
শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ আরাব ?
হে যদুবীর ! চল রথ লয়ে
যথায় বিরাজেন আচার্য্য আমার।

হের দেব! অদূরে পড়িতেছে রণভূমে
কৌরবীয়-চমূ মেরু যেন দুই চির;
স্বদলে বেঁধেছে সমর
কৌর: আঘাতে মরিছে কৌরব।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।)

দ্রোণ ও কর্ণের প্রবেশ।

দ্রোণ। বৎস কর্ণ! হের বাজী রাজী সম
উঠিছে আকাশ পথে অসংখ্য বাণ]
উগরিছে কালানল।
নেহার অদূরে পলাইছে কৌরব বাহিনী
হীনা প্রাণা হরিণীর সম
ব্যর্থ বুঝি মনস্কাম মম।
ধনুর্দ্ধর পার্থ মহাবীর
ঘন ঘনাকারে বাণ ছাড়িছে চৌদিকে
রোধিতেছে বাণ যত্নবীর সারথি রূপে।
হের আসিছে অর্জ্জুন রক্ষা কর সিন্ধুরাজে।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। হের সখে! আচার্য্য তোমার;
এড়িবাণ ব্যূহদ্বার কর পরিষ্কার।
অর্জ্জুন। নমে দাস চরণে তোমার
অনুমতি দেহ দেব! প্রবেশি ব্যূহমাঝে।
দ্রোণ। পূর্ণ হবে মনোরথ তব।

কহ কোন প্রাণে দেখিব নাশিতে সমরে
আমার রক্ষিত কৌরব বাহিনী?
ধনুর্ধারী বীর তুমি বীরকার্য্যে রত,
অতুল বিক্রম তব,
কাপুরুষ সম কেন ভিক্ষা চাহ রণস্থল মাঝে ?
শুন পার্থ শক্তি থাকে যুঝ মোর সাথে
যুদ্ধ বিনা পথ নাহি দিব।

কৃষ্ণ। হায় সখে! বুঝিতে না পারি
কেমনে ভুলিলে প্রতিজ্ঞা আপন;
অনুরোধে কিবা কাজ?
বাণে বাণে কর পথ পরিষ্কার
চূর্ণ হ'ক আচার্য্য অন্তর তব।

অর্জ্জুন। গুরু তুমি কেমনে বিন্ধিব দেব তনু?
তবে যদি পাপ বৃদ্ধি হেতু চাহ
রক্ষিতে সিন্ধুরাজে যুঝ যথা শক্তি তব।
শুন দেব! কহিতেছি আমি,
অটল প্রতিজ্ঞা মম;
তব বরে অবশ্য নাশিব সম্মুখে তোমার
শিশু ঘাতী অরি।
টঙ্কারে গাণ্ডীব মম ভেদিবে চক্র
পড়িবে পতঙ্গ সম তব বল—
দুর্ব্বল কৌরব।
দেখিবে জগৎ, দেখিবে দানব, দেবকুল;
রাখিবারে পুত্রঘাতী অরি যুঝে যদি

অসুরারি দল বলে ইন্দ্র, চন্দ্র,
রুদ্র, বসু, বিশ্বদেব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব,
পিতৃলোক, দিক্‌পতি, সাগর, পর্ব্বত,
স্থাবর জঙ্গমগণ তবু নারিবে তাহ'লে।

দ্রোণ। কত বল ধর পার্থ ধনুর্দ্ধর
কেমনে পশিবে চক্রে চক্রীত সহায়?
বাণে বাণে ছাইব গগন
বাণে বাণে যমপুরে একেএকে
পাঠাব পাণ্ডব বাহিনী তব।
শুন পার্থ! থাকিতে দ্রোণ জীয়ে এ জগতে
কার হেন সাধ্য প্রবেশিবে চক্রব্যূহে?

(উভয়ের যুদ্ধ।)

অর্জ্জুন। অসাধ্য, অসাধ্য,
দেব! কেমনে ব্যূহ করিব ভেদ?
ব্যূহদ্বারে আচার্য্য আমার,
প্রাণপণে যুঝিলাম আমি
তবু নারিনু প্রবেশিতে ব্যূহ মাঝে।
থাকিতে আচার্য্য মম জিবীত ধরায়
বুঝি প্রতিজ্ঞা মম হ'বে না পালন।

কৃষ্ণ। পার্থ! আচার্য্য দক্ষিণে
সংবুহিত সৈন্য যত তীক্ষবাণে সংহার সবারে;
চল যাই রথ লয়ে সেই স্থানে।

দ্রোণ। হে পাণ্ডব! শত্রুতব রহিল জীয়ে,
কেমনে ছাড়িয়া তারে যাও,

যুঝিবারে অস্তবীর সাথে।
যত দিন জীয়ে থাকিব জগতে
কার সাধ্য পশে ব্যূহ মাঝে!

অর্জ্জুন। দেব তব আশীর্ব্বাদে,
প্রতিজ্ঞা পালিব, সমর জিনিব,
হৃদয়ের কালি শোনিতে ধুইব।
হৃদয় অধীর, রাখিয়াছি স্থির
লইতে তোমার চরণ আশ্রয়।
করিয়াছি দেব! বাণে নমস্কার
আশীষ আমারে যাই যথায় বিরাজে
পাপী জয়দ্রথ।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ব্যূহ সম্মুখ।)

জয়দ্রথ।

জয়। সাগর কল্লোল সম সমর কল্লোল
উঠিতেছে শিবির ভিতরে;
পূর্ণিত ভীষণ আরাবে চৌদিক,
ঘোর অন্ধকার বিরাজে চৌদিকে;
ঘন ঘন কাঁপিছে মেদিনী।

হায়, নাহি জানি কার সেনা
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া রণ পলায় অদূরে ?
বিজলীর সম উঠিছে বাণ বায়ু পথে ;
হায় কিছু নাই দেখি আর
যায় যাক্ রাজ্য, ধন, মান, অতুল সম্পদ,
কর্ম্ম যজ্ঞ ফল বিদিত জগতে।
অন্যায় সমরে সপ্তরথী মিলি
বধিয়াছি অভিমন্যু,
অবশ্য ভোগিতে হবে ফল তার ;
কর্ম্ম ফল প্রাক্তনের লিপি।

(প্রস্থান।)

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। গুরু অভিশাপ ফলিয়াছে মোর।
যুদ্ধকালে ভুলে যাই দেব-অস্ত্র যত
না পারি এড়িতে বাণ পাণ্ডব বিপক্ষে ;
হায় হায় অপমানে যায় বুঝি প্রাণ।
গুরু দেব ! পুত্র সম পালিয়াছ মোরে,
শক্তি দেহ রক্ষা করি জীবন আমার।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(চক্র ব্যূহ।)

অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অশ্ব। কতই সামর্থ ধর পার্থ বীরবর!
পশিলে জনক-চক্রে?
কোথা সে অতুল বিক্রম তব?
কাপুরুষ সম যাচি মধুর বচনে,
চাহ রাখিবারে স্বর্ণচূড়া
কীর্ত্তিধ্বজা জগত মাঝারে।
মিছার বীরত্ব ধিক্, পামর পাণ্ডব
হের খর অসি মম,
পাণ্ডব শোনিতে আজি নিবারিবে তৃষা।
যথা ঊর্ণানাভ খেলিছে আপন বাসে
পতিত-পতঙ্গ-মক্ষি লক্ষি ধীরে ধায়
বিফল গর্জ্জন হবে ক্ষণে অবসান।
করেছ বিষম পণ নাশিবে অরাতি তব,
বীর জয়দ্রথ;
ক্ষুদ্রমতি! কেমনে হানিবে শর
থাকিতে কৌরব-রথীন্দ্র-সমাজ?

অর্জ্জুন। অসহ্য ও গর্ব্ব তব,
মাতৃ দুঃখ কেন চাহ আর?
কৌরব-কলঙ্ক-ধ্বজা তুলিলে তরাসে

মম স্থত দাপে,
চাহ কিরে শিশুমতি নর!
দেখাইতে সেই শক্তি অর্জ্জুন সমীপে?
ধর ধনু আচার্য্যকুমার রক্ষা কর নিজ দেহ।
(যুদ্ধ ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।)

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। এতক্ষণে পাইনু কি তো'রে রণস্থলে
রে পামর!
বড় আশা তো'র রক্তে করিবারে স্নান।
বিশ্বজয়ী ভুবন বিখ্যাত বীর তুমি
বীর বলি দেহ পরিচয় আমার সমীপে;
থাকিতে অশ্বত্থামা, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য আদি
কেমনে পুরিবে দুর্ম্মদ আশা!
পূর্ণকাল— পূর্ণকাল রূপে উদয় কর্ণ
তোমার সমীপে;
নিমেষে বিধির লিখন ফলিবে এখনি,
দলিব চূর্ণিব তব শির।
স্মর রে অন্তিম কালে,
পাণ্ডব-বান্ধব সম্মুখে তোমার—
ননীচোর নারায়ণে;
স্মর ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্টিরে,
ভ্রাতাগণে-ভীম আদি আর যত যোধ;
স্মর অন্তিমে তোমার পাঞ্চালীরে,

প্রাণের সুভদ্রা তব।

অর্জ্জুন। রে কর্ণ! বিবর্ণ হইবে বাণে এখনি সমরে.
ত্রৈলোক্য বিজয়ী গাণ্ডীব মম
কৌরব-শোণিত-স্রোতে ভাসিবে উল্লাসে;
মূহর্ত্ত মাঝে বৃথা গর্ব্ব ফুরাবে এখনি।

(যুদ্ধ ও কর্ণের পলায়ণ।)

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! ভেদ করি ব্যুহদ্বার
ছয় ক্রোশ আসিয়াছি মোরা;
হের বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর,
ক্ষত্র-ধূলা দিগন্ত করিছে ব্যাপ্ত।
পিপাসায় ক্লান্ত অশ্বগণ
চাহে একদৃষ্টে মোর পানে;
চল যাই সরোবর হেতু।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(শিবির)

যুধিষ্টির, সাত্যকি ও ভীম।

যুধি। বৎস সাত্যকি!
কেন রে অন্তর মম হতেছে বিকল?
জ্ঞান হারা হইতেছি আমি

পলে পলে হৃৎকম্প হ'তেছে আমার।
যাও রে সাত্যকি! প্রিয় তুমি পাণ্ডবের চিরকাল;
যাও ত্বরা রণভূমে আনি দেহ কুশল বারতা;
প্রিয় কার্য্যে মতি তব প্রিয়কার্য্য করি
প্রাণ দেহ যুধিষ্ঠিরে।

সাত্য। হায় দেব! না পারি বুঝিতে,
কোন হেতু অমঙ্গল মনে দেহ স্থান?
নারায়ণ আপনি সারথি যার রথে
তিনলোক মাঝে তার শঙ্কা কোথা দেব?
ঐ শুন আর্ত্তনাদ কৌরব-কটকে,
মুহুর্মুহু উঠিতেছে রামাকণ্ঠ-রোল।

যুধি। হায় প্রিয়কার্য্য নারিনু সাধিতে ভবে;
চিরকাল কবে কুলনারী
পাপী যুধিষ্ঠির হেতু হেন দশা মোর;
সর্ব্বসহা-পৃথ্বী! ক্ষম মো'রে।
বৎস নিত্য অশুভ জাগিছে হৃদয়ে আমার।
না পারি বাঁধিতে প্রাণ;
আনি কুশল বারতা
প্রাণ দেহ যুধিষ্ঠিরে।

সাত্য। দেব!
সাগরের স্রোতসম যবে ছুটিবে
কৌরব বাহিনী ধরিবারে ধর্ম্মপুত্রে
কহ কে রক্ষিবে তোমারে রাজা?
গুরু-আজ্ঞা কেমনে লঙ্ঘিব দেব?

যুধি। বৎস! আকুল পরাণ মম;
প্রাণসম অর্জ্জুন আমার
হারাইলে প্রাণাধিকে আত্মরক্ষা নাহি করি।
সাত্য। হে ভীমসেন! ধর্ম্মরাজ অনুরোধে,
যাই রণভূমে রক্ষ ধর্ম্মপুত্রে তুমি
লহ গুরুভার যদবধি নাহি ফিরি আমি।
ভীম। বীর বর!
তব সম অনুকূল পাণ্ডব-বান্ধব
কে আছে জগতে?
হে বীর! মনেতে মানিও স্থির
থাকিতে এ দেহে প্রাণ
শান্তি বিঘ্ন নাহি হবে কভু?
ছার আচার্য্য, কর্ণ অশ্বত্থামা,
দেব সেনাপতি—কার্ত্তিকেয়,
পারি ত্রিলোক করিতে জয় গদাঘাতে মম;
সাত্য। ত্রিভুবন কম্পিত যার ভুজবলে
অসাধ্য কি আছে তার জগত মাঝারে;
অন্তর্যামী হে মধুসূদন!
রক্ষা কর ধর্ম্মরাজে তুমি!

(প্রস্থান)

যুধি। আকুল পরাণ মম শান্তি নাহি মানে আর,
হেরি যেন অশুভ বিরাজে চৌদিকে।
হে বৃকোদর!
মনে হয় প্রাণাধিক অর্জ্জুন আমার,

একাকী যুঝিছে রণে,
অপমানে অন্তর্ধ্যান হয়েছেন যদুপতি।
হে ভীম! চাহ যদি ইষ্ট সাধিতে আমার,
যাও রণস্থলে যুঝিবারে পার্থের সহায়ে;
প্রাণ মম তিলেক না মানে স্থির।

ভীম। বৃথা চিন্তা মনে কেন দেহ স্থান;
অবশ্য আসিবে ফিরে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
পূর্ণ করি প্রতিজ্ঞা তাহার।

যুধি। হায় ভাই! না পারি বুঝাতে প্রাণ

(দূরে কৌরব সৈন্যের কোলাহল।)

ঐ শুন উল্লাসে নাচিছে অরিদল;

(পাঞ্চজন্যের শব্দ।)

অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয়!
যাই আমি অর্জ্জুন সমীপে
থাক তুমি এই স্থানে।

(প্রস্থান।)

ভীম। নফরে করিয়া ত্যাগ কোথা যাও দেব?
যাব আমি তব অনুরোধে
ভাগ্যে যা'থাকে ঘটিবে।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(ব্যূহ।)

দ্রোণ ও ভীম।

ভীম। ত্যজ দ্বার হে আচার্য্য।
যাব যুদ্ধ হেতু জয়দ্রথ সাথে;
দেহ পথ নহে মাগে রণ ভীম
দেহ রণ তারে।

দ্রোণ। উগ্রমূর্ত্তি ভীমসেন,
কি সাধ্য লঙ্ঘিবে চক্র?
হের দূরে—
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব অসংখ্য কৌরব সেনা,
ব্যূহদ্বারে রহেছে দাঁড়ায়ে।
এখনি ত্যজিবে প্রাণ;
হাসিবে বিপক্ষ তব কাঁদিবে পাঞ্চালি
প্রাণের সোহাগ?
কেন শোকার্ণবে ভাসাবে বান্ধব—
প্রিয় পূজ্য ধর্ম্মরাজে?

ভীম। ব্রহ্মবধে বড় ভয় মম,
সেই হেতু এত দর্প সহিতেছি আমি;
সাধ তব যুঝিবারে ভীম সনে।
দিব রণ তো'রে,
উল্লাসে নাচে এ প্রাণ সমর হেরিলে।

রে ব্রাহ্মণ! হেন বীর কে আছে জগতে
পারে সহিবারে মম গদা খরতাপ
ত্রিলোক কম্পিত যায়।
নিশ্চয় ভেদিব চক্র—কুরুবল
অপূর্ব্ব কৌশল তব;
এখনি মিলিব যথা অনুজ অর্জ্জুন
খেলিছে সমরে লাঘবিতে কৌরব সম্মান;
ধর অসি বীর! নাহি ভয় ভীমের হৃদয়ে।

(উভয়ের যুদ্ধ।)

নির্ভয়ে ভেদিব তব চমূ,
গদাঘাতে একেএকে নাশিব কৌরব-বাহিনী।
ধন্য বীর ধন্য সাধ্য তব
এতক্ষণ যুঝিয়াছ মোর সাথে।
এই বার নিবার সন্ধান মম
যমপুর আসিয়াছে নিকটে তোমার।

(উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণের পলায়ন।)

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা। রে বর্ব্বর! নীচ তুই নীচ হেতু
আচার্য্য তোরে করিয়াছে ত্যাগ
কিন্তু আজি মম হস্তে নাহিক নিস্তার তব।

ভীম। এতক্ষণে পাইনু কি তো'রে
রে নরাধম! রণ ভূমে,
চির সাধ মিটাইব মম।

আজি স্মর সে দিনের পণ
বিদারিয়া বক্ষ তব শোণিত শোষণ সাধ
পুরাব নিশ্চয়।

(উভয়ের যুদ্ধ।)

শোন্ রে পামর!
যুঝে যদি অসংখ্য রথী কুরু বর্ম্মধারী
নারকী তব ভ্রাতা দুর্য্যোধন,
সুষেণ, শৈল্য, সুবল আত্মজ,
অশ্বত্থামা, দ্রোণ—আচার্য্য তোমার
কিম্বা, অসুর, কিন্নর, বাসব আপনি
নিস্তার না পাবে কেহ।

(দুঃশাসনের পলায়ন।)

আয় রে কৌরবীয় বীরগণ!
আয় যুঝিবারে মোর সাথে;
এই গদাঘাতে একে একে পাঠাইব
যমপুরে কৌরব বাহিনী!
সাধিব তর্পণ ক্রিয়া কুরুক্ষেত্র রণে।
কোথা দুর্য্যোধন কৌরবের পতি
এস যুঝ মোর সাথে।
ছিন্ন করি আজি ভ্রাতৃ-প্রেম-ডুরি
চির সাধ পুরাইব মোর;
সভা মাঝে দ্রৌপদীরে
দেখায়েছ উরুদেশ গদাঘাতে ভাঙ্গিব সে উরু

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্য। দেব! সঁপি কার করে ধর্ম্মরাজ,
আসিলে হেথায়?
কোথা কপিধ্বজ-রথ,
কোথায় আচার্য্য মম, কোথা হৃষিকেশ?
নেহার অদূরে আসিছে সবেগে
কর্ণ, ভূরিশ্রবা রণ হেতু।
দেহ সূতপুত্রে রণ তুমি,
আমি যুঝি ভূরিশ্রবা সাথে।

(প্রস্থান।)

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। রে ভীম! ভেবেছ কি অবসাদ রণে
আজি কৌরবীয় চমূ?
থাকিতে কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা,
দ্রোণ—আচার্য্য আমার;
কে তো'র এ বীর দাপ সহিবে জগতে?
পাঠাব এখনি তো'রে
যথায় বিরাজে ভ্রাতৃ-পুত্র তো'র।

(যুদ্ধ ও কর্ণের পলায়ন।)

ভীম। কোথায় কৌরব রথীন্দ্র সমাজ
যার ইচ্ছা আসি যুঝ ভীম সাথে।

না না, নাহি কাজ থাকি এই স্থানে
যাই যথা বিরাজে অর্জ্জুন।

(ভীমের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(ব্যূহ মধ্য।)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। ঐ শুন সখা!
ভীম সিংহনাদে ভেদ করি চক্রব্যূহ,
দলিছে অরাতি দল।
নেহার অদূরে প্রিয় শিষ্য তব,
বৃষ্টিবংশ বীর সাত্যকি,
একে একে যমপুরে পাঠাইছে,
কৌরব বাহিনী।
হের আসিছে অদূরে
অসংখ্য কৌরব বাহিনী বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান
শাণিত ফলক হাতে
নীল রথ চূড়া উড়িছে পবনে;
হের কোন রথী আসি দিল হানা!
বর্ষে বাণ বৃষ্টি ধারা যেন,
হে অর্জ্জুন! নারিনু পালিতে প্রতিজ্ঞা আমার

যুঝি'ছে একা বৃষ্ণিবংশ বীর সাত্যকি
যাই আমি তার রক্ষা হেতু,
হের ছাড়িয়াছে বাণ,
মূর্ত্তিমান রুদ্রতেজ যেন ;
গেল বুঝি সাত্যকির প্রাণ।
একি ! আর নাহি শুনি
মেঘের গর্জ্জন সম রথের গর্জ্জন ;
পলাইছে ভূরিশ্রবা
সাত্যকি ধাইছে পিছে পিছে।
ধন্য বীর সাত্যকি !
পড়িয়াছে সুষেণ —কৌরব রথী।

অর্জ্জুন। দেব ! কে রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে
সাত্যকি বিহনে ?

কৃষ্ণ। স্থির হও সখে ! কি হেতু উথলা তুমি ?

যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার প্রবেশ।

সাত্য। মূর্খ ! নাহি জান কার সনে বাদ তব ?
হের অগ্নি-মুখ-চাপ মম।

(যুদ্ধ ও সাত্যকির পরাভব।)

কৃষ্ণ। সখে ! রক্ষা কর সাত্যকির প্রাণ
পরম পিরীতি তব।

অর্জ্জুন। হেরি নাহি ভূরিশ্রবা প্রতি

লক্ষ্য মোর ছিল দূরে লক্ষ্য বিন্ধিবার হেতু!
এই শর কর রক্ষা ভূরিশ্রবা বীর।

(ভূরিশ্রবার প্রস্থান।)

কৃষ্ণ। হের সখে! আর বীর আসি দিল হানা,
পড়িতেছে পাণ্ডবীয় বীর অগণন,
শারদ কৌমুদী জিনি শ্বেতঅশ্ব
ছুটিতেছে বায়ু সম গতি
নেহার অদূরে,
ঘন ঘনাকারে ধুলা উঠিছে গগণে;
আসিতেছে রাজা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। হের বীর! দিবা অবসান প্রায়
অস্তাচলে ভানু;
এবে কি কৌশলে বধিবে সিন্ধুরাজে
কোথায় রহিল এবে প্রতিজ্ঞা তোমার
বীর দর্প—বীর বাক্য তব পালহ সত্বর
চক্রীর সহায়ে!

অর্জ্জুন। দেব! হীনমতি দুর্য্যোধন।
ভাস্কর-কবচ পরি আসিয়াছে রণ স্থলে।

(যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের পলায়ন।)

কৃষ্ণ। হের সখে! ভগ্ন চূড়া ছিন্ন বর্ম্ম,
পলাইছে দূরে কৌরবীয় রথী;
অস্ত যায় দিনমণি।

অর্জ্জুন। হায় দেব!
না পারি পালিতে যদি প্রতিজ্ঞা আমার
নিশ্চয় পাণ্ডবকূল হইবে নির্ম্মূল।
কবে লোকে চিরকাল পাণ্ডবের হিতে
ছিল নারায়ণ,
তথাপিও অর্জ্জুন মরিল প্রাণে;
গাইবে জগৎ কলঙ্ক তোমার।
দয়াময়! অগ্নিকার্য্য কর আয়োজন।

কৃষ্ণ। স্থির হও সখে! কি হেতু উথলা তুমি
যোগ মায়া করিব বিস্তার
তমোময় হইবে জগৎ।
হেরি নিশা আগমন,
উল্লাসে পাপী দুর্য্যোধন;
আনিবে সিন্ধুরাজে সম্মুখে তোমার।
আত্মকার্য্য হ'ওনা বিস্মৃত,
নিশ্চয় অরাতি তব হইবে সংহার

(সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রণস্থলের অপর পার্শ্ব)

জয়দ্রথ।

জয়। ঘোর অন্ধকারে পূর্ণিতা মেদিনী,
ছুটিতেছে অগ্নিময় বাণ বায়ুবেগে,
ধূম মাঝে বৈশ্বানর যেন;
অশ্ব, গজ, রথচূড়া,
ভস্ম রূপে পড়িতেছে ব্যূহের মাঝারে।
অদূরে উঠিছে শত সাগর উথলি
সৈন্য কোলাহল,
রক্তস্রোত বহিতেছে সাগর প্লাবনে
ভাসিতেছে কৌরব পাণ্ডব।
ঘন ঘনাবলি উগারি পাবক রাশি
ভ্রমে শূন্য পথে।
একি হেরি! চক্রাকৃতি অগ্নিরাশি
ঘুরিতেছে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি!
রাজা আমি, আজ্ঞাধীন শত শত যোধ

তবু,
যাচিনু ভিখারী সম কৌরবের পদে!
আরে রে নির্দ্দয় বিধি!
সৃজিলি কি মোরে এই হেতু;
কেননা মরিনু আমি মায়ের উদরে?
কোথা তুমি দিনমণি! তুমি নিশাপতি
সুধাংশু!
হায়, পুন কি এ জীবনে জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে জগৎ নয়নানন্দ দেব!
কোথা সুত দারা প্রাণের সোহাগ—
দুঃশীলা আমার?
কোথা রাজা দুর্য্যোধন,
কর্ণ, অশ্বথামা, দ্রোণ—আচার্য্য আমার?
যায় বুঝি প্রাণ পাণ্ডবের হাতে।
কর্ম্ম ফল ভুঞ্জিবে নর জগৎ মাঝারে
কি সাধ্য দেবের বারিবে তায়।
ওহো! একি হেরি
পর্ব্বতের সম অটল কৌরব বাহিনী
প্রভঞ্জন বলে মুহূর্ত্ত মাঝে
পড়িল উপাড়ি অতল সাগর গর্ভে,
রণে ভঙ্গ দেয় কৌরব বাহিনী?
না না, স্বপনের খেলা দেখায় বিধাতা বুঝি
এ বিপত্তি কালে।
সহসা কেন ছুটে গজ অশ্ব

কিরাত আক্রান্ত নিঃসহায় মৃগশিশু সম!
পলাইছে রাজা দুর্য্যোধন!
হায়! যার তরে রাজ্য, ধন, মান
দিয়া জলাঞ্জলি,
এ বিবাদ করি পাপে লিপ্ত হইলাম আমি
রণ স্থল ছাড়ি পলায় সে রাজা—
হায়! কি দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে তার?
নহি বন্দি কৌরবের আমি,
তবে কোন হেতু থাকি ব্যূহ মাঝে?
যায় যাবে প্রাণ
একা আমি রোধিব পাণ্ডব বাহিনী।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো। হের অস্তাচল'পরে রবি
আঁধার আসিছে পাছে পাছে
নাহি ভয় কৌরবের আর জয়দ্রথ হেতু।
চল হেরি গে কেমনে পার্থ
প্রবেশি অনলে রক্ষা করে প্রতিজ্ঞা তাহার।

কর্ণ। মহারাজ! অন্যায় সমরে মোরা
বধিয়াছি সপ্তরথী-মিলি অর্জ্জুন-তনয়,
নারিল বীর প্রতিবিধিৎসিবারে
হৃদয়ের জ্বালা,
দাবাগ্নি সদৃশ জলিছে হৃদয় তাহার
সেই অগ্নি রাশি মাঝে আহুতি করিতে দান

অপমান হেতু পুন চাহ যাইবারে
নিকটে তাহার ?
এ নহে উচিত রাজা ;
মনে হয় মায়াজালে আবৃতা মেদিনী।

দুর্য্যো। রবিকর কে পারে গ্রাসিতে
সর্ব্বসহা পৃথ্বী বিনা ?
বীরবর রক্ষা কর অনুরোধ মম।

কর্ণ। পূর্ণকাল কৌরবের আজি ;
রাজা ! নাহি কাজ যাইয়া তথায়,
দগ্ধ প্রাণ করিয়া দাহন।

(প্রস্থান।)

জয়। চল রাজা হেরিগে দুজনে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রণস্থল।)

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। যোগমায়া করেছি সৃজন ;
কোথা কৌরবের দল——রাজা দুর্য্যোধন ?
হের নাদিছে শিবা অশিব নিনাদে
কৌরবের পানে হেরি।

অর্জ্জুন। হে কেশব!
কি কহিব সখা হে তোমায়,
পুন হেরি এ রণস্থল,
ফেটে যায় পরাণ আমার।
মায়াময়! নারিনু বুঝিতে এ মায়া;
পাণ্ডবের প্রভু তুমি, সেই হেতু
অজেয় পাণ্ডব জগৎ ভিতরে।
দয়াময়! সম্মুখে তোমার
হয় যদি পাণ্ডবের ক্ষয়
জগৎ ঘোষিবে এ কলঙ্ক চিরকাল;
লোকে কবে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রথী
পাণ্ডবের রথে
তবু, নারিল অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা পালনে।
হে কেশব! কি আর কহিব
কহিও ধর্ম্মরাজে ভাই বৃকোদরে
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু ত্যজিয়াছে প্রাণ
অর্জ্জুন তোমার অনল উদরে।
যাই আমি শেষ ভিক্ষা দেব!—
রক্ষা করো ধর্ম্মরাজে—
রক্ষা করো পাণ্ডবের কূল।
কাঁদিবে কাতরে যবে সুভদ্রা,
প্রাণের সোহাগ——পাঞ্চালী আমার,
বুঝাও তাদের দেব!
যবে কাঁদিবেন জননী মোর

চৈতন্য রূপী তুমি চৈতন্য দিও তারে;
আর কি কহিব দেব! অগ্নিকুণ্ড কর আয়োজন।

কৃষ্ণ। একি, সখা! বিচঞ্চল কেন এবে অন্তর তোমার?
জানিও নিশ্চয় পূর্ণ হবে আশা তব।
হের আসিয়াছে দুর্য্যোধন জয়দ্রথ সাথে।
কার্য্য, কার্য্য মাত্র সার
কার্য্য কভু ভুলিও না করিতে সাধন।

চিতায় অগ্নি প্রদান।

জয়। কি দেখিছ বীরবর! হের আকাশের পানে,
সূর্য্যদেব পশিতেছে অনল উদরে
ভুবন পাবন হেতু
এবে, পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা তোমার?
ত্যজ যোদ্ধৃ বেশ
আশুগতি প্রবেশ' অনলে।

দুর্য্যো। হে পার্থ!
কি বিষাদে পূর্ণ আজি হৃদয় তোমার!
হে পাণ্ডবের সখা!
লোকে কহে নারায়ণ তুমি
জগতের আদি, অন্ত, সৃষ্টি স্থিতি,
সকলি তোমার খেলা;
কিন্তু, হে যদুবীর!
নারিলে রক্ষিতে অর্জ্জুনে তুমি,
কায়া ছায়া হইল প্রভেদ;

কহ এবে কার তরে চাহ পঞ্চগ্রাম ?
জয়। যদুবীর ! মুন চোর তুমি
বামাদলে অসীম ক্ষমতা তব ;
রূপে ভুলে বামাগণ
হেরি তব অপূর্ব্ব মাধুরি ;
ক্ষত্রবীরে নারিলে ভুলাতে আজি ?
রূপে কভু বীর নাহি ভুলে ?

অর্জ্জুনের অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! হের অস্ত নহে ভানু
সূর্য্যদেব উঠিয়াছে পুন,
বধি সিন্ধু-রাজে পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা তোমার।
ত্যজ ব্রহ্মঅস্ত্র বীর !
ছিন্ন শির পড়ুক পঞ্চকতীর্থে
পিতৃক্রোড়ে তার।
দুর্য্যো। হে অর্জ্জুন ! নহি হীনবল মোরা
তুচ্ছ শরে বিদ্ধ নহে শরীর আমার ;
তব সম বীরে নাহি ডরে দুর্য্যোধন॥
পাড়িয়াছি দুর্জ্জয় বাণে
শত শত যোধ রণস্থলে।
অর্জ্জুন। ধন্য বীর ধন্য বাহুবল তব ;
এতক্ষণ যুঝে অভিমন্যু-অরি মোর সাথে।
জয়। পার্থ ! নিবাত কবচ নহি মোরা
কেমনে বধিবে তুমি।

দুর্য্যো। আরে আরে ভীরু পার্থরথী!
কত শক্তি ধর বাহু মাঝে?
আসে যদি শক্তিধর যুঝিতে আপনি
গুরুবরে বিমুখিব রণে।

অর্জ্জুন। পূর্ণ কাল তব

(যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন ও জয়দ্রথের
মস্তকচ্ছেদন।)

কৃতকার্য্য আজি দেব! তব আশীর্ব্বাদে।

(শঙ্খের ধ্বনি।)

কৃষ্ণ। চল সখে শিবির উদ্দেশে।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পঞ্চক তীর্থ।)

যোগেমগ্ন সিন্ধুমুনি, ক্রোড়ে বাণবিদ্ধ মস্তক

সিন্ধু। ভোলানাথ! কি বঞ্চনা অভাগার প্রতি?
আজন্ম সেবিনু তব পদ
তব ধ্যানে তনুক্ষয় হইল আমার
তবু দেব! দাসে দয়া হ'ল না তোমার?
একি ছলা ভোলা! আছি ধ্যানে মগ্ন এ ধরায়

মমতায় দিয়া বিসর্জ্জন
প্রেম, ভালবাসা উন্মাদ-স্বপন
প্রক্ষালিনু হৃদয় হইতে;
তবু কেন দেব! শরবিদ্ধ কুমার-মুখ
স্থাপিলে ক্রোড়েতে আমার?
হায় হায় ফেটে যায় পরাণ আমার;
চাঁদ মুখ হেরিলে নয়নে।
ফুরাইল ভ্রমর গুঞ্জন,
ফুরাইল হৃদয়ের সুখ,
প্রকৃতির চারু শোভা অনন্ত মাধুরী
জীবলীলা ফুরাইল জনমের তরে।
ফুরাইল আশা মম অলীক স্বপন
হৃদয়ের ডুরি—সংসার বন্ধন
সকলি ছিঁড়িল মম।
হও স্থির হৃদয় আমার!
যে কাল সাগরে অনন্ত কল্লোলে
ভাসিয়াছি এত কাল ভবার্ণব মাঝে
কাণ্ডারী বিহীন ভবসিন্ধু পার আশে
আজি সেই দিন মম।
তারা! এ বিপদে তার মা তারিণী
দুর্গম-হারিনী মহেশ-মোহিণী রমা;
তারিয়াছ দুর্গমে শঙ্কটে
পাপার্ণব হতে তার এ দাসে;
দীনে দয়া বিতর কৃপাময়ি।

ঢাল সুধা তারা-নাথ ! অনন্ত প্লাবনে
ঢাল প্রকৃতির মুখে, ঢাল এ হৃদয়ে
পান করি সেই সুধা মায়ের কৃপায়
পুত্রসনে চন্দ্রলোকে যাই।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

CALCUTTA :
PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS,
40, GURU PRASAD CHOWDHURY'S LANE.